ত্রৈ-মাসিক

শ্রমিক বার্তা

প্রথম বর্ষ ■ সংখ্যা ০১
অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৭

কুরআনে শ্রমনীতির মূলনীতি
শিকাগোর সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন ও মহানবী (সা) এর আদর্শ

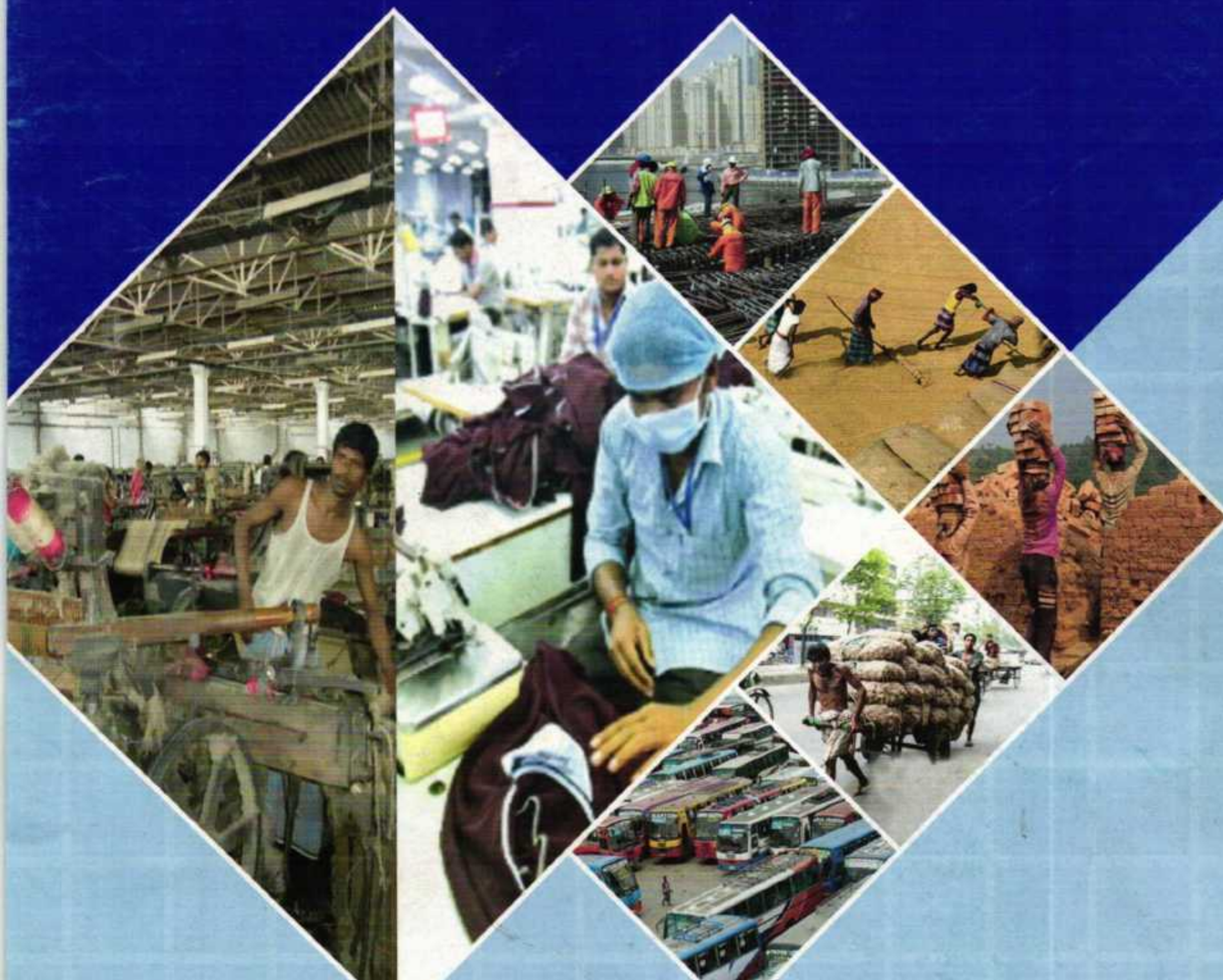

সম্ভাবনার তৈরি পোশাকশিল্প
ইসলামী সমাজে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার

শ্রমিক ঐক্য নেতৃবৃন্দের সম্মানে ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের ২০তম দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সিলেট মহানগরী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি দিবসে নিহত শ্রমিকদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ

ত্রৈ-মাসিক

শ্রমিক বার্তা

প্রথম বর্ষ ▪ সংখ্যা ০১
অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১৭

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

সম্পাদক
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

নির্বাহী সম্পাদক
আতিকুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
আবুল হাশেম
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন
মুহিব্বুল্লাহ
আশরাফুল আলম ইকবাল

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৭

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
মোজাম্মেল হক মজুমদার

শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

■ কুরআনে শ্রমনীতির মূলনীতি — ৪
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

■ শিকাগোর সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন ও মহানবী (সা)-এর আদর্শ — ৬
অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সাবেক এমপি

■ সম্ভাবনার তৈরি পোশাকশিল্প — ১২
আতিকুর রহমান

■ ইসলামী সমাজে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার — ১৪
মনসুর রহমান

■ অ্যালবাম — ১৭

■ ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব, গঠন ও রেজিস্ট্রেশন — ২৫
তানভীর হোসাইন

■ "বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬" পর্যালোচনা ও অভিমত — ২৯
অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন

■ কবিতা — ৩১

শ্রমিকের রক্তভেজা ঘাম
কবি মোশাররফ হোসেন খান

শ্রমিক! এটাই আমার গর্ব
খান মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী

■ শ্রমিক কল্যাণ সংবাদ — ৩২

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন

ঢাকা মহানগরী উত্তর আয়োজিত শ্রমজীবী মানুষদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের খাবার বিতরণ

ঢাকা মহানগরী উত্তরের শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি

চট্টগ্রাম মহানগর অটোরিক্সা ও সিএনজি মালিক-শ্রমিক ঐক্য আন্দোলনের বিশাল র‍্যালি

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের র‍্যালি

লোকাল গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ রিক্সা শ্রমিক ঐক্যপরিষদের শ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের নেতৃত্বে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

চট্টগ্রাম মহানগরীর র‍্যালি ও সমাবেশ

কুমিল্লা মহানগরীর বর্ণাঢ্য র‍্যালি

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

পাবনায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে আর্থিক সাহায্য প্রদান করছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

কুড়িগ্রামে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

ফরিদপুরে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

কুড়িগ্রামে বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ

নারায়ণগঞ্জে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ

রংপুরে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর বর্বরোচিত হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ঢাকা মহানগরী উত্তর

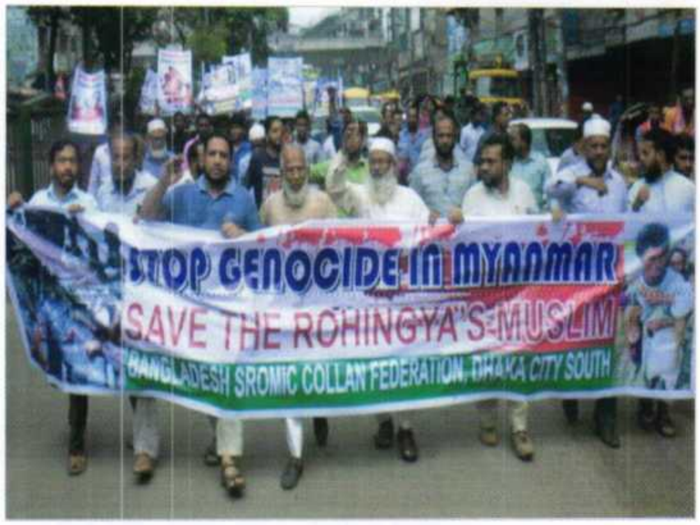

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

চট্টগ্রাম মহানগরী

ঢাকা জেলা উত্তর

জাতীয় গার্মেন্টস ফেডারেশন

রংপুর মহানগর

এই ন্যায় পাওনাটা কি হবে? শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাটা যে শুধু তার সামর্থ্যের অনুপাতে হবে তা নয়। ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী এই মজুরি তার মৌলিক চাহিদা সমূহ মিটাতে হবে। খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলোতে যাতে করে একজন শ্রমিক ঠিকমত চলতে পারে এমনিভাবে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। হজরত ওমর (রা) তার খেলাফত আমলে কর্মচারীদের তাদের প্রয়োজনে ও যে শহরে বাস করবে তার পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী ভাতা দিতেন। অতএব, পরিবেশ, প্রয়োজন, জীবনযাত্রা ইত্যাদির পর্যালোচনা করে শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার শ্রমিকদের দিতে হবে। সামর্থ্য ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরির পার্থক্যকে ইসলাম স্বীকার করে। কিন্তু মজুরির পার্থক্য এমন বিরাট হতে পারবে না যাতে অনৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং ধনসম্পদ কিছু লোকের মধ্যে আবর্তিত হয়।

ন্যায্য মজুরি প্রদানের সাথে সাথে ছুটি ও অবসর যাপনের যথেষ্ট সময় শ্রমিককে দিতে হবে যেন শ্রমিক তার মৌলিক অধিকার সমূহ ভোগ করতে পারে। এই অধিকার সম্বন্ধে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

"তোমার নিজের ওপর তোমার একটা অধিকার আছে। তোমার দেহের অধিকার আছে তোমার ওপর, স্ত্রীর অধিকার আছে তোমার উপর, তোমার চক্ষুর ও অধিকার রয়েছে তোমার ওপর।" নবী করিম (সা) আরো বলেছেন, "নিয়োগকারী যেন নিয়োজত শ্রমিকের কাছে থেকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ আশা না করে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ যেন তাদের বাধ্য না করা হয়। (ইবনে মাজাহ)

শ্রমিকগণের কল্যাণার্থে ইসলামে আরো বিধান রয়েছে :

১. "নির্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত কর্মচারী যদি ইচ্ছপূর্বক মূলধনের ক্ষতি না করে থাকে, উহা অন্য কোন কারণে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে কর্মচারীকে বাধ্য করা যাবে না।" (হাদিস)

২. "শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন জিনিস হইতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না।" (হাদিস)

শিল্পপণ্যের অংশে শ্রমিকদের অধিকার ছাড়াও "কিরাজ" ব্যবসাকে ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয। এরূপ ব্যবসায়ে একপক্ষ মূলধন দেয় ও অন্যপক্ষ শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক মুনাফার পূর্ব নির্ধরিত অংশ পাবে।

এছাড়া-ও শ্রমিকের বিভিন্ন অধিকার সম্বন্ধে ইসলাম বক্তব্য রেখেছে যেমন, চাকরির নিরাপত্তা লাভের অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার, স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার, চাকরি থেকে অবসরকালীন ভাতা লাভের অধিকার ইত্যাদি।

একদিকে যেমন শ্রমিকের অধিকারের কথা বলা হয়েছে অন্যদিকে "মনিবের প্রতি শ্রমিকের কর্তব্যের কথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

নবী করিম (সা) বলেছেন, "শ্রমিক সযত্ন কাজে মাধ্যমে মালিকের স্বার্থ রক্ষা করে যা উপার্জন করে তাই সর্বোত্তম উপার্জন।" তিনি আরো বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেক দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। কর্মচারী তাহার মনিবের মালের জন্য দায়িত্বশীল এবং সেজন্য তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে।"

শ্রমকে ইবাদতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন রকম ফাঁকি না দিয়ে সব কাজ মজবুতভাবে করার তাকিদ আছে হাদিসে।

"তোমরা কেহ যখন কোন শ্রমের কাজ করবে তখন তা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে করবে। ইহাকে আল্লাহ ভালোবাসেন।"

"যার কাজ পূর্ণাঙ্গ উত্তম নিখুঁত ও মজবুত হবে তার নেকি কয়েকগুণ বেশি হবে।"

শ্রমিক ও "মনিবের" অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিধান সত্ত্বেও যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় তা শৃঙ্খলার সাথে সমাধানের তাকিদ রয়েছে ইসলামে।

"শ্রমিক ও মনিব উভয়কে একে অপরের প্রতি স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। এইসব দায়িত্বের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যদি দেখা যায় যে এক পক্ষ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে তখন সমস্যার সমাধান শৃঙ্খলার মধ্যে চেষ্টা করতে হবে। কোরআন শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে,

"পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট কর না এবং অসাম্যের পথে পা দিও না আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকারীদের পছন্দ করেন না।

যেকোন অনিচ্ছাকৃত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব। তবে ইচ্ছকৃত অন্যায়ের প্রতিকার যদি আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব না হয় তবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমর্থন ইসলামে রয়েছে। তবে সেই সংগ্রামের বেলায় ও শান্তি শৃঙ্খলা ভংগ না করার মৌলনীতি যে ইসলামে রয়েছে তা অনুসরণ করার যথাযথ চেষ্টা করতে হবে।

শ্রমিক ও মনিব উভয়ের অধিকার রক্ষা করার ভার সরকারের ওপর। ইসলামের নীতি অনুযায়ী মনিব ও মজুরের মধ্যে কোন বিরোধ হলে তা মেটানোর দায়িত্বও সরকারের। হযরত ওমর (রা) মজুরদের মজুরি নিজে নির্ধারণ করে দিতেন। সমাজের অন্যান্য নিঃসহায় শ্রেণীর ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও বেকারদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বও সরকারের। এই নীতি নবী করিম (সা) এবং খোলায়ায়ে রাশেদীন মেনে চলেছে। মুখ্‌তারুল কাউনাইন নামক বিখ্যাত ইসলামী আইন বিষয়ক বইয়ে বলা হয়েছে খলিফার দায়িত্ব হল সমস্ত নাগরিকদের নিম্নোক্ত জিনিস পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা। (১) খাদ্য (২) বস্ত্র (৩) বিবাহ (৪) পারিবারিক জীবনের সুবিধাদি।

উপসংহার উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে অন্য কোন সমাজব্যবস্থার তুলনায় ইসলামে শ্রমিকদের মর্যাদা অনেক বেশি। আর সেই মর্যাদার উপযোগী অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে। প্রতিবাদমুখর শ্রমিক সমাজের দাবির সম্মুখীন হয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ বিভিন্ন দেশের শ্রম আইনে শ্রমিককে কিছু কিছু মানবাধিকার দেয়া হচ্ছে যাতে প্রতিফলিত হয়েছে চৌদ্দশত বছরের বেশি আগে দেয়া ইসলামের শ্রমনীতি। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে আমাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখেন না।

ইসলামে শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাদের মন-মানসিকতায় আনতে হবে বিপুল পরিবর্তন। আর শ্রমিককে প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার দিতে পারলে শ্রমিক মনিব উন্নয়নে একে অপরের অংশীদার হিসেবে উন্নয়নের গতিধারা দ্রুতশীল করে দারিদ্র্য দূরীকরণে পরম অবদান রাখতে পারবে।

লেখক : কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ
বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশন

উপর সাদার কোন প্রাধান্য নেই। তিনি আরো ফরমিয়েছেন যে, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারের ফরমান হল এই যে তোমাদের অধিক আল্লাহভীতি সম্পন্ন ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত। তোমরা জান মানব এক আদমেরই সন্তান এবং আদম মৃত্তিকার দ্বারা সৃষ্ট। এরপর তোমাদের মধ্যে অহংকারের আর কি রয়েছে?

কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে ঘোষণা লাভ করেই ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা মনিরেব বা শিল্পপতির সমকক্ষরূপে স্বীকৃত হয়নি বরং ইসলামী শাসনব্যবস্থার আওতায় তা বাস্তবায়ন করে দেখানো হয়েছে। মহানবী (সা) নিজে বকরি চরিয়েছেন, হযরত মুসা (আ) নিজে হযরত শোয়াইব (আ) এর নিকট নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করছেন, দাউদ (আ) কর্মকার ছিলেন, হযরত আদম (আ) কৃষক ছিলেন, নুহ (আ) ছুতার ও ইদ্রিস (আ) দর্জি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর পরে হযরত ওমর (রা) নিজের কাঁধে করে ময়দা বয়ে নিয়ে দিয়ে এসেছেন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে। নিজের চাকরকে যথার্থ সম্মান দিতে এবং তারও যে শান্তি আসতে পারে সে কথার স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

আজকের সমাজে ইসলাম বিস্মৃত হওয়ার কারণে শ্রমিককে অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তার যে সামাজিক কোন প্রয়োজন আছে তার যে প্রাণ খুলে কথা বলার অধিকার আছে, অভিযোগের কথা বলার জন্য প্রাণ কাঁদে এ কথাগুলো ব্যবস্থাপকগণ বুঝতে চান না। অধস্তন কর্মচারী লেখাপড়া জানে না বা কম জানে বলে সে মানবীয় মর্যাদাও হারাবে এটা অনভিপ্রেত ব্যাপার। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে যতদিন না অধস্তন শ্রমিক-কর্মচারীদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা না যাচ্ছে ততদিন তারাও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না, প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে মনে করবে না এবং উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে না।

শ্রমিক ও কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান নিয়োগ ও নির্বাচন, প্রশিক্ষণ আচার-ব্যবহার, পদোন্নতি, সুবিধা প্রদান, শৃঙ্খলা আনয়ন প্রভৃতি বিষয়ে ন্যায়নীতি অনুসরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোন সুবিধা প্রদান করার সময় (যেমন : যাতায়াতের জন্য বাস প্রদান) যদি প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় তবে শ্রমের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

ইসলামের মূলনীতির মধ্যে রয়েছে :

১. তাওহিদ : আল্লাহ এক এবং সারাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ হল আশরাফুল মখলুকাত-সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে সেজদায় প্রণত বিশ্বমানবতা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

২. রুবুবিয়া : আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি প্রতিটি প্রাণীর জন্য রিযিকের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

৩. কিসত : ভারসাম্য বজায় না থাকতে পারলে সৃষ্টিতে নেমে আসবে বিশৃঙ্খলা! আর বিশৃঙ্খলা ধ্বংসকে কাছে টেনে নিয়ে আসে। আল্লাহ যেমন ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলাকে অপছন্দ করেন তেমনি প্রগলভতা ও অপচয়ে নিরুৎসাহিত করেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যেমে ভারসাম্য রক্ষার আদেশ দেয়া হয়েছে।

৪. খলিফা : আল্লাহ এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুর মালিক। তিনি মানুষকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর খলিফা হিসেবে প্রতিটি মানুষের সম্মানের মাত্রা অনেক উপরে। খলিফা হিসেবে দায়িত্ব হল আল্লাহর নির্দেশ সমূহকে পালন করা। যাদের মধ্যে অন্যতম হল সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধকে প্রতিষ্ঠা করা, নিজের ও অপরের প্রতিপালনকে অংশ নেয়া।

উপরোক্ত নীতিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উৎপাদনের লক্ষ্য শুধু জীবিকা অর্জন হয়। উৎপাদনের বৃহত্তর লক্ষ্য হল আল্লাহর খলিফা হিসেবে এক মানব অপর মানবের প্রতিপালনে অংশ নেয়া। করুণাময় আল্লাহ তায়ালা সারা পৃথিবীতে রিযিকের উপাদান ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই উপাদান সমূহকে মানুষ তার শ্রমের সাথে ব্যবহার যোগ্য করে তোলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সংকীর্ণ ব্যক্তির স্বার্থের উর্ধ্বে এরূপ লক্ষ্যের উপর যখন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ব্যক্তি স্বার্থের মনোভাবের স্থান এই ব্যবস্থায় থাকে না।

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় কোন সম্পদের মালিক কোন মানুষ নয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এর মালিক। এই সম্পদ মানুষের কাছে আল্লাহর দেয়া আমানত হিসেবে আছে। আর এই সম্পদ আল্লাহর প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। এই সম্পদে দরিদ্রেরও রয়েছে অধিকার আর তাই দরিদ্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ধন-সম্পদ থেকে খরচ করতে হবে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ সারা সমাজ। আর তাই "শ্রমিক" ও "মনিব" ভাই ভাই। "মজুর ও শ্রমিকগণ তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের দায়িত্ব, ব্যবস্থাপনা ও সংস্থার অধীন করে দিয়েছেন।" (হাদিস) "তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসে তখন তাহাকে হাতে ধরিয়া নিজের সঙ্গে খাইতে বাসও। যে যদি বসিতে অস্বীকার করে তবু দুই এক মুঠি খাদ্য অন্তত তাকে অবশ্যই খাইতে দিবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধুম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করিয়াছে। (তিরমিযী)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিগৃহীত বঞ্চিত শ্রমিক ইসলামী সমাজে পায় ভাইয়ের মর্যাদা। ভিক্ষার জন্য হাত দু'টো প্রসারিত না করে তাদেরকে কর্মে ব্যাপ্ত রেখে নিজ ও অপরের প্রতিপালনে অংশ নেয়ার জন্য এই সমাজব্যবস্থায় সে পায় বিশেষ সম্মান।

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকের অধিকার সমূহ ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রমিকের প্রথম অধিকার হল ন্যায্য মজুরি পাবার অধিকার। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান হল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়লা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করবেন, তন্মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন "একজনকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে ও তার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করে-ও যে লোক তার পারিশ্রমিক আদায় করেনি।" মজুরি নির্ধারণ ও পরিশোধের ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে। নবী করিম (সা) এরশাদ করেছেন।, "তুমি যখন কোন মজুর নিয়োগ করবে তখন তার মজুরি কত হবে তা অবশ্যই জানিয়ে দেবে।" নির্ধারিত মজুরি আদায় করার ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত আছে "মজুরকে মজুরি তার গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বে চুকিয়ে দাও।" আরও বর্ণিত আছে "শ্রমিকের কাজ বা কাজের মেয়াদ শেষ হলেই তার মজুরি পুরোপুরি আদায় করে দিতে হবে।"

সুস্পষ্ট শ্রমচুক্তি ও সময়মত শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা পরিশোধের ওপর উপরোক্ত বিধান সমূহ শ্রমিকের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অতীব প্রয়োজন।

ইসলামী সমাজে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার

মনসুর রহমান

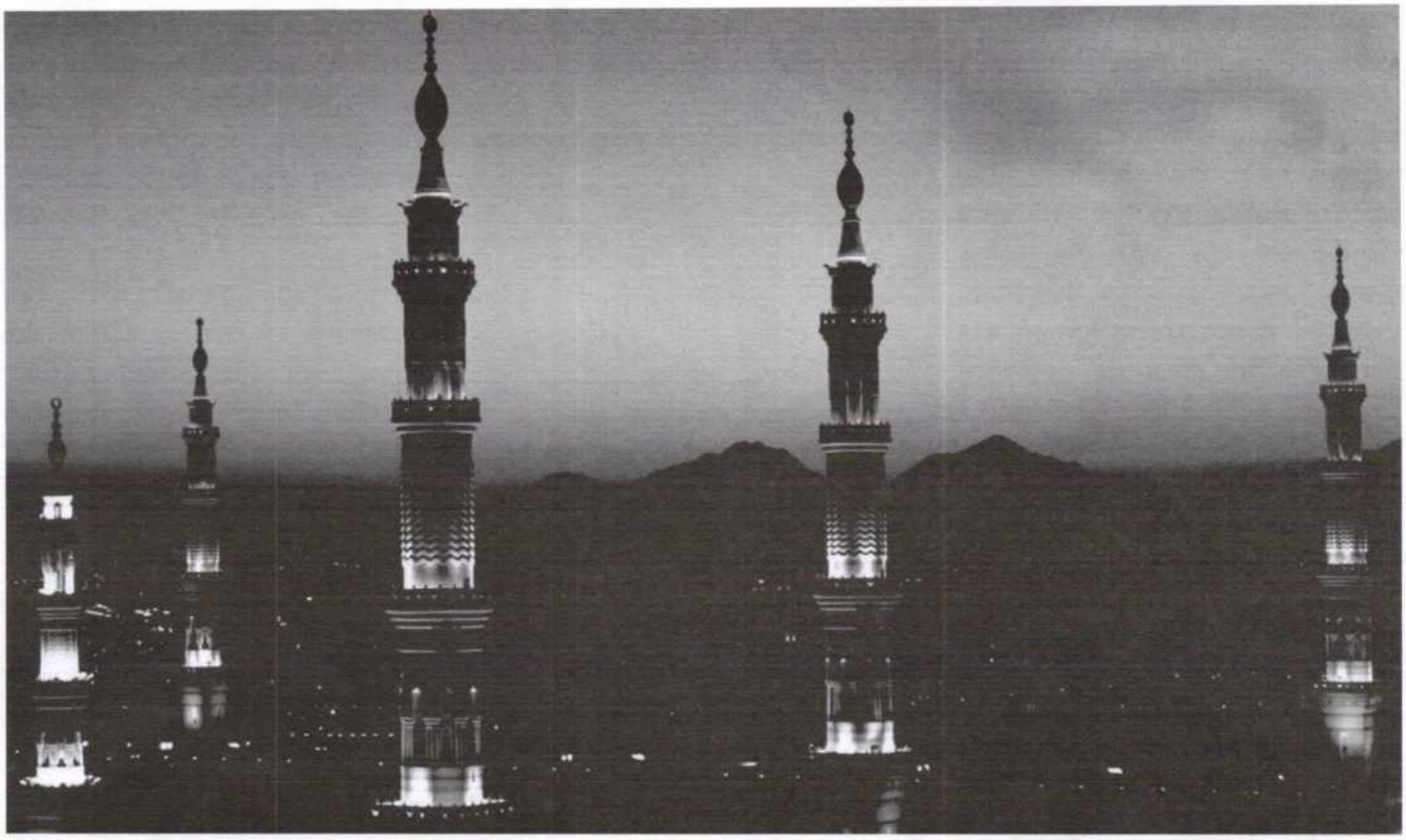

বস্তুতান্ত্রিক শিল্পজগৎ ও পৃথিবী শ্রমিকদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। এই সমাজে শ্রমিক-কর্মচারী তার প্রয়োজন পূরণের প্রচেষ্টায় যখন প্রাণান্তকর অবস্থায় দিনাতিপাত করছে এবং অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মত বাঁচার জন্য বার বার নিশ্চয়তা দাবি করছে ঠিক সেই মুহূর্তে পুঁজিপতি ও কমরেডরা তাদের নিয়ে হাসি তামাসা করছে। তাই বিংশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়েও আজ অসংখ্য শ্রমিককে প্রাণবিসর্জন দিতে হচ্ছে। পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী দেশগুলো ইচ্ছামত বেতন কাঠামো শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ও তাদের বাঁচার দাবিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে অন্য দেশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অর্থ সম্পদ আজ হয়ে উঠেছে আত্মমর্যাদার ও সম্মানের মানদন্ড। যার অর্থ সম্পদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স আছে-তা যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন তিনিই সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ইসলাম এই ধরনের ঠুনকো আত্মম্ভরিতায় বিশ্বাস করে না। ইসলামে জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই সকল মানুষ সমান। মানুষের আমল ও আখলাক তাকে সম্মানিত করে, গৌরবের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কোন গরিবের ঘরে বা একজন সাধারণ শ্রমিকের ঘরে জন্মেছে বলে সে নীচ বা হীন নয়। পক্ষান্তরে প্রাচুর্যের মধ্যে সোনার চামচ মুখে করে জন্মগ্রহণ করায়ও গৌরব নেই। তাইতো হাবশি ক্রীতদাস হযরত বেলাল (রা) বেহেশতে রসুলুল্লাহর (সা) সঙ্গী হবেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইবনে শিহাব জুহরি উমাইয়া বাদশাহ আব্দুল মালিকের নিকট তশরিফ আনলে পরে তাঁকে বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের নৈতিক নেতৃত্ব দানকারী ইমামদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মক্কা, ইয়েমেন, মিশর, সিরিয়া, দজলা ও ফুরাত নদী বিধৌত অঞ্চল, খুরাসান, বসরা, কুফা এই এলাকাগুলোর মধ্যে শুধু কুফা ব্যতীত সকল স্থানে আযাদিপ্রাপ্ত দাসগণ নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে জানানো হয়। অন্যদিকে নবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও হযরত নুহ (আ) এর পুত্র হয়েছে অভিশপ্ত। ফেরাউন বিশাল সাম্রাজ্যের বাদশাহ হওয়ার পরেও আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা একজন দ্বীনদার মিসকিনের চেয়েও নগণ্য।

মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের সকল মিথ্যা অহমিকা, কৌলিন্য এবং আভিজাত্যের অসারতা ছিন্ন করে আল-কুরআন ঘোষণা করেছেন "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিকতর সম্মানিত যে অধিক খোদাভীরু"।

মহানবী (সা) এরশাদ করেছেন "ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি বা জাতি মানবতার উর্ধ্বে নয়। তার নিকট মনিব, চাকর, উঁচু, নীচু এবং গরিব ও আমির সবাই সমান। এদের কারো কোন পার্থক্য নেই। তবে একমাত্র পরহেজগারিতা ও সৎকর্মের ভিত্তিতে পার্থক্য হতে পারে। তোমাদের প্রকৃত অবস্থা যখন এইরূপ তখন কেন অধীনস্থ লোকদেরকে হীন মনে কর?" যাদুল মাআদ গ্রন্থে নবী করিম (সা)-এ এরশাদ হয়েছে যে, আজমের ওপর আরবের, সাদার ওপর কালোর এবং কালোর

এই অঞ্চলে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থাকেই পাল্টে দিবে। ২০১৩ সালে সংঘটিত ভয়াবহ রানাপ্লাজা ধ্বংস ও শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় বাংলাদেশের পোশাকশিল্প ইমেজ সংকটে পড়ে। বহির্বিশ্বে ভুল বার্তা যায়। ফলে পোশাক রফতানি খানিকটা ধসে পড়ে। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত সহযোগিতা ও বিদেশী ক্রেতাদের সার্বিক অংশগ্রহণে দ্রুতই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। বিদেশী ক্রেতারা Accord ও Alliance নামে দুইটি স্বাধীন পরিদর্শন সংস্থা গড়ে তোলে যারা নিয়মিত পরিদর্শন, পরামর্শ ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা খুঁজে বের করে এবং শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ফলে ৩ বছরের মাথায় কারখানাগুলোর পরিবেশে গুণগত, পরিবেশগত, ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন আসে। বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি সবুজ কর্মপরিবেশের কারখানার মধ্যে ৭টিই বাংলাদেশে অবস্থিত। উপরন্তু শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সকল কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন চালুপূর্বক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের ন্যায্যতাভিত্তিক অংশগ্রহণ ও প্রাপ্যতায় এই দুইটি সংগঠন Accord ও Alliance কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফেকচার ও এক্সপোর্টার্স (বিজিএমইএ) সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও সরকারের প্রণোদনায় রানাপ্লাজা পরবর্তী সংকট বাংলাদেশ সফলভাবে কাটিয়ে উঠেছে।

সম্ভাবনার তৈরি পোশাকশিল্প

বর্তমান বাংলাদেশে পোশাকশিল্প একটি শক্ত ভিত্তি মূলে দাঁড়িয়ে গেছে। বেসরকারি বিনিয়োগ, ব্যবস্থাপনা ও সরকারি কার্যকর সহযোগিতায় পোশাকশিল্প বাংলাদেশের প্রধানতম রফতানি আয়ের উৎস। সরকার পরিকল্পনা করছে ২০২১ সালের মধ্যে পোশাক রফতানিমূল্য ৫০ মিলিয়নে উন্নীত করার। এই লক্ষ্যে সরকার দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ সহজ করতে বিনিয়োগ বোর্ডকে যুগোপযোগী বিনিয়োগ সহায়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। অর্থনীতির থিংকট্যাঙ্ক সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) হিসাব মতে, বিশ্ব রফতানিতে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ৫ শতাংশ। একে আরও বিবেচনাযোগ্য করতে তৈরি পোশাকশিল্প প্রধান চালিকাশক্তি হবে। সরকারি পরিকল্পনা ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩ বছর বিভিন্ন গার্মেন্টস রিলিটেড প্রদর্শনী আয়োজন করা হচ্ছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদেশী বিনিয়োগকারী ও দেশীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগাযোগের মেলবন্ধন ঘটানো। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে তুলে ধরতেও এই সম্মেলন প্রদর্শনীগুলো প্রচারণা হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

বিশ্ব বিনিয়োগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান Goldman Sachs এর মতে, বাংলাদেশ "Next 11" এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র যে ১১টি দেশ সামনের দিনগুলোতে উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিণত হবে। অপর দিকে JP Morgan এর লিস্ট মতে বাংলাদেশ বিশ্ব উদীয়মান অর্থনীতির "Frontier Five" এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র। এই আলোকে বাংলাদেশকে নিজস্ব কর্মকৌশল ও বাস্তবায়ন দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

* সরকার সারা দেশে ১০০টি Economic Zone প্রতিষ্ঠা করছে। যাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সহজেই জমি পাবে এবং কারখানা স্থাপন করতে পারবে।

* তৈরি পোশাকশিল্পে সরকার অগ্রাধিকারভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাসসুবিধা প্রদান করছে।

* দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেকোনো বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের মূল পূর্বশর্ত। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে অভিন্ন রাজনৈতিক নীতি আবশ্যক।

* দেশে তৈরি পোশাকের বহুমুখীকরণ আবশ্যক যাতে করে অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে পোশাকের যথাযথ মূল্য নির্ধারিত হতে পারে।

* বিদেশী দেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার সুযোগ দেয়ার জন্য দেশে বিভিন্ন এক্সিবিশন, সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে যাতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক নিয়ে ব্র্যান্ড ইমেজ গড়ে ওঠে।

* তৈরি পোশাকশিল্পে দক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, দক্ষ শ্রমিক উৎকৃষ্ট উৎপাদনের প্রেরণা।

* দেশের সড়ক, জল, রেল যোগাযোগব্যবস্থাকে আধুনিক, গতিশীল করে গড়ে তুলতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, মংলা ও পায়রা বন্দরকে পূর্ণ কাজে লাগাতে হবে যাতে করে শিল্পের কাঁচামাল ও তৈরি পোশাক দ্রুত তাদের কাঙ্ক্ষিত স্থলে পৌছাতে পারে।

* ঢাকা ও চট্টগ্রাম রেলপণ্য যোগাযোগ বাড়াতে হবে যাতে করে রেলপথে দ্রুত চালান চট্টগ্রামে পৌছানো যায়। তা ছাড়া ট্রেলারবাহী চালান দ্রুত গাজীপুর পৌছানোর স্বার্থে জয়দেবপুর পর্যন্ত উন্নত, দ্রুত রেল পরিষেবা চালু করতে হবে।

* বিদেশী বিনিয়োগকারী যাতে তাদের বিনিয়োগলব্ধ অর্থের লভ্যাংশ নিরাপদ ও দ্রুত তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য দ্রুত, হ্যাসেল মুক্ত বিনিয়োগবান্ধব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

* তৈরি পোশাকশিল্পের সাথে জড়িত নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই ছাদের নিচে আনতে "ওয়ান স্টপ" সার্ভিস প্রণয়ন করে তা সরকারি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে দক্ষ তদারকি করতে হবে।

সমাপ্তি

বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ এখন উদীয়মান সম্ভাবনা যার মূল ভিত্তি তৈরি পোশাকখাত। তৈরি পোশাক খাত শুধু একটি শিল্প নয় বরং কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষের স্বপ্ন এবং জাতির স্বনির্ভর এক বিশ্বস্ত হাতিয়ার।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সম্ভাবনার তৈরি পোশাকশিল্প

আতিকুর রহমান

পদ্মা, যমুনা, মেঘনার মত বৃহৎ নদীগুলোর পলিমাটি আশীর্বাদপুষ্ট গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি এই কৃষিপ্রাচুর্যের দেশ বাংলাদেশ যে শিল্পের কার্যকরী ও সুযোগ্য সুযোগে কৃষিমাতৃক দেশ হতে শিল্পনির্ভর দেশের তকমার দিকে সদর্পে হাঁটিহাঁটি করে এগিয়ে যাচ্ছে সেই শিল্পের আভিধানিক উপমাই হচ্ছে তৈরি পোশাকশিল্প। বলা চলে, এই তৈরি পোশাকশিল্পই বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পোশাক তৈরি ও রফতানিকারকের গর্বের তকমা এবং কর্মসংস্থান করেছে লাখ লাখ গরিব, খেটে খাওয়া মানুষের আর বাংলাদেশকে করেছে সুস্থিতিশীল, স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল অর্থনীতির দেশে। বলা চলে, তৈরি পোশাকশিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পখাতগুলোর একটি, যা থেকে বাংলাদেশ তার রফতানি আয়ের ৭৫% অর্জন করে এবং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তৈরি পোশাকশিল্প ও পেছনে ফিরে তাকানো

তৈরি পোশাকশিল্পের আওতায় বাংলাদেশ প্রধানত বিভিন্ন ধরনের উন্নত, মাঝারি পোশাক, একসেসরিজ তৈরি করে থাকে এবং তা খুব সহনীয় মূল্যে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সুনামের অন্যতম ইউনিক কারণ হলো 'কম দামে উৎকৃষ্ট মানের পোশাক'। মূলত স্বাধীনতার পরবর্তী সত্তর দশক হতেই তৈরি পোশাকশিল্পের গোড়াপত্তন বাংলাদেশে। কিছু উদ্যোগপ্রিয় সাহসী উদ্যোক্তা সত্তর দশকের শেষ দিকে চট্টগ্রামে মোহাম্মদী গ্রুপের মাধ্যমে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তৈরি পোশাক বিদেশে রফতানি শুরু করেন, যা পরবর্তীতে বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশ নব্বই দশকে প্রথম বারের মত প্রাতিষ্ঠানিক পোশাক রফতানিকারকে পরিণত হয় যেখানে সরকারি-বেসরকারি অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতায় তা আজ দেশের মোট বৈদেশিক আয়ের ৮০% পূরণ করছে। যা পরিসাংখ্যিকভাবে দেশের রফতানি আয়ের ৮১.১৩%। দেশের গ্রাম ও মফস্বলের এক বিশাল যুব অংশ বর্তমানে তৈরি পোশাকশিল্পে কর্মরত। ১৯৮৪ সালে যাত্রার শুরুর দিকে মাত্র ০.১২ মিলিয়ন মানুষ এই শিল্পে জড়িত ছিল যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশের ৪ মিলিয়ন মানুষ পোশাক তৈরি শিল্পের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। সূত্র (বিজিএমইএ, ২০১৪)। অপর দিকে বাংলাদেশ উন্নয়ন অধ্যয়ন সংস্থা (বিআইডিএস) এর প্রাক্কলন মতে, ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন দক্ষ কর্মীর চাহিদায় পৌছাবে যা দেশের সার্বিক কর্মসংস্থানের চিত্রই বদলে দিবে। এক গবেষণা মতে, বর্তমান বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য হার কমা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তৈরি পোশাকশিল্প নিয়ামক ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ

অব্যাহত অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বর্তমান টার্গেট চীনকে সরিয়ে তৈরি পোশাকশিল্পে প্রথম স্থান দখলে নেয়া। যা

গবেষণার মাধ্যমে খুঁজে বের করা সম্ভব ইসলামী শ্রমনীতির বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক ও বিভাগ। নিম্নোক্ত হাদিসটি ইসলামী শ্রমনীতির বিধিবিধান এর মূল উৎস হতে পারে:

'হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা) যখন তাকে ইয়ামেনে গভর্নর এর দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছিলেন, তখন নবী করিম (সা) তাকে প্রশ্ন করলেন, যখন তোমার সামনে কোন সমস্যা দেখা দিবে তখন তুমি কিভাবে তার সমাধান করবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে সকল সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করবো। হুজুর (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে কোন বিষয়ের ফয়সালা খুঁজে না পাও? তিনি বললেন, রাসূলের সুন্নত অনুসারে ফয়সালা করবো। হুজুর (সা) তাকে আবারো প্রশ্ন করলেন, যদি তুমি রাসূলের সুন্নতের মধ্যেও কোন বিষয়ের সমাধান খুঁজে না পাও? তিনি বললেন যে, আমি নিজেই ইজতিহাদ করে সে কাজের ফয়সালা করার চেষ্টা করবো। এ ব্যাপারে কোন প্রকার অলসতা করবো না। নবী করিম (সা) তার জবাব শুনে তার সিনার উপরে হাত রেখে বললেন যে, আল্লাহ তার রাসূলের প্রতিনিধিকে রাসূলের মনঃপূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন'। (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

উল্লেখিত হাদিসটি যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আলোকবর্তিকা। কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও কার্যাবলী এবং ইমামদের অভিমত সমূহের আলোকে গবেষণা করে ইসলামী শ্রম আইন পণয়ন করে আধুনিক শিল্পায়িত বিশ্বের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা মোটেই অসম্ভব বা কষ্টকর নয়।

তবে আমরা যারা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী আন্দোলন করছি এবং ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি তাদেরকে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রাম এক ও অভিন্ন। ইসলামী শ্রমনীতি গোটা ইসলামী ব্যবস্থারই একটি অংশ। ইসলামের অংশবিশেষ পৃথকভাবে কোথাও পুরোপুরি কায়েম করা যায়না, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত। অর্থাৎ ইসলামী পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা কায়েম হলেই কেবল ইসলামী শ্রমনীতিসহ সব দিক ও বিভাগ চালু হওয়া সম্ভব। তাই আমাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতির সুফল জনগণের কাছে পৌছে দেবার প্রচেষ্টা জোরদার করার পাশাপাশি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেও একই সাথে এগিয়ে নিতে হবে।

শিকাগোর সংগ্রাম ১৮৮৬ সাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ১৩১ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা কি পেয়েছি? আমরা ট্রেড ইউনিয়ন পেয়েছি। অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা, আইন ও নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। অগণিত শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবনও বিলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার বিনিময়ে দুঃখী বঞ্চিত, শ্রমজীবী মানুষের কতটা ভাগ্যের বদল হয়েছে? তাদের জীবনযন্ত্রণা কি থেমেছে? আজও বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে অন্নহীনের কান্না, বস্ত্রহীনের মর্মব্যথা আর নিরাশ্রয়ের আকুতি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।

শ্রমজীবী মেহনতি জনতার তাই ইসলামের শাশ্বত, কালজয়ী ও অনুপম মুক্তির কল্যাণময় পথে ফিরে আসা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। মানুষের উপর মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে কেবল মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বকে কবুল করে নেয়ার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে একটি কল্যাণময় ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৫ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন এর আওতায় ১৯৬৮ সালের ২৩ শে মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল জাতীয় ফেডারেশন নম্বর ০৩। পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও ১৯৭৭ সালের শিল্পসম্পর্ক বিধিমালার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারের Labour directorate এ ১৯৮০ সালের ১৫ ই মে দ্বিতীয়বার নিবন্ধন লাভ করে। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর বাংলাদেশ জাতীয় ফেডারেশন (বা.জা.ফে) ০৮। বহু চড়াই উতরাই পার হয়ে ফেডারেশনটি আজ ৪৯ বছরের পুরাতন ইসলামী পতাকাবাহী একমাত্র শ্রমিক সংগঠন। জন্মলগ্ন থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে দক্ষতা, আন্তরিকতা, সততা ও যোগ্যতায় পেশা-শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলেন নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে শত শত বেসিক ইউনিয়ন ও পেশাভিত্তিক ফেডারেশন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে অব্যাহত গতিতে কাজ করে যাচ্ছে।

ফেডারেশনটি International Labour Organisation (ILO) এর অনুসমর্থিত কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ দ্বারা সমর্থিত। International Islamic Confederation of labour (IICL) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আইআইসিএল-এর নির্বাচিত সহ-সভাপতি (Vice-President)। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন (১৯৬৮-৭২) কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন মরহুম ব্যারিস্টার কুরবান আলী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ড. গোলাম সরওয়ার।

আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস ১লা মে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির চেতনায় উদ্ভাসিত হোক। শিকাগোর সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় মুক্তিকামী মজলুম মনবতার জন্য বিশ্বনবীর মহান আদর্শই হয়ে উঠুক বিশ্বশান্তির শেষ ঠিকানা।

লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
email: cpbskf2017@gmail.com

থাকবে। তাদের সামনে বসাও ছিল অন্যায়, তাদের সামনে কথা বলাও ছিল মহাপাপ এবং তাদের কোন অপকর্মের প্রতিবাদ করা ছিল মৃত্যুদন্ডতুল্য। কিন্তু ইসলাম এসে তাদের এসব অমানবিক আচরণ ও গর্ব অহংকার পদদলিত করে দিল।

ইসলামী আদর্শের কাছে মনিব-গোলাম, বড়-ছোট, আমির-ফকির সবাই সমান। মানুষের মধ্যে শুধুই তাকওয়া এবং সৎকাজের মাধ্যমেই পার্থক্য হতে পারে। এটা যখন প্রকৃত ব্যাপার, তবে তোমরা কেন তোমাদের অধীনস্থদের হীন মনে কর। আমি লক্ষ্য করছি যে, যখন কোন খাদেম তার মালিকের সাথে কথা বলতে চায়, তখন সে রাগের বশে চেহারাকে রক্তিম করে নিজেকে পেশ করে এবং খাদেমের পক্ষ থেকে সামান্যতম ভুলও বরদাস্ত করে না। এটা জাহিলিয়াতের আচরণ ছাড়া আর কি হতে পারে? মালিকের গোলাম অনেক ভাল এবং মহান আল্লাহর কাছে তার আমল পছন্দনীয়। আমি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তোমাদের বলছি যে, তোমরা তাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে তোমরা তাদের থেকে এতটুকু কাজ নিবে যা তাদের জন্য সহজ। তোমরা তাদেরকে তাই খেতে দিবে, যা তোমরা নিজেরা খাও। তোমরা তাদেরকে তাই পরতে দিবে, যা তোমরা নিজেরা পরিধান কর। তোমরা তাদের সাথে সেরকম আচরণ করবে, যে ধরনের আচরণ তোমরা তোমাদের প্রিয়জনদের সাথে করে থাক। তোমরা তাদের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করে থাক। যখন তোমরা তাদেরকে সফরে নিয়ে যাও তাদের আরাম আয়েশের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। যদি তোমাদের কাছে কোন বাহন থাকে, কিছু সময় তোমরা আরোহণ কর আবার কিছু সময় তাদেরকে বাহনে আরাম করার সুযোগ করে দাও।

আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, যখন কোন খাদেম তোমাদের নিকট খানা নিয়ে আসে তোমরা তখন তাদেরকে তোমাদের সাথে বসিয়ে খাওয়াবে। যদি খাবার পর্যাপ্ত না হয়, অন্তত কিছু না কিছু তাকে দিয়ে দাও। গোলামেরা যদি কোন অন্যায় করে তাহলে প্রতিদিন সত্তরবার তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। এজন্য যে, তোমরা যার গোলাম তিনি হাজারও অন্যায় ক্ষমা করে দিচ্ছেন। স্মরণ করো যে ব্যক্তি অধীনস্থদের উপরে এমন অভিযোগ উত্থাপন করবে মূলত সে তা করেনি। তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তোমাদেরকে আমি বার বার বলছি যে, অধীনস্থরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাদেরকে এমন কঠিন কাজ দিও না যা তাদের শক্তির চেয়েও বেশি। (খুতবাতে নবী করিম (সা)।

মেহনতি মানুষের জন্য প্রিয় নবীর এই ভাষণে ইসলামী শ্রমনীতির মূলনীতি বিধৃত হয়েছে সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, মানবজীবনের যে কোন সমস্যার সমাধানে সঠিক পথ নির্দেশনা কি? আল কুরআনের ঘোষণা: 'তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তা আল্লাহ ও তার রাসূর (সা) এর নির্দেশ মোতাবেক মীমাংসা করে লও। (সূরা নিসা -৫৯)।

কুরআন ও হাদিস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে

সম্পর্কেও শ্রমিক সমাজকে জানতে দেয়া হয়নি। তার কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ - প্রচেষ্টা আজও দৃশ্যমান নয়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

শ্রমিকের জন্য বহুবিধ মৌলিক অধিকার রয়েছে। যেমন: চাকরি, নিয়োগ ও শর্তাবলী, শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান, মালিক-শ্রমিক সু-সম্পর্ক, কর্মঘন্টা, ন্যায্য মজুরি, চাকরি ও জীবনের নিরাপত্তা-নিশ্চয়তা, সাধ্যের অতিরিক্ত শ্রম না দেয়া, পেশাগত প্রশিক্ষণ, কাজ শেষে মজুরি, মুনাফায় শ্রমিকের অধিকার, শ্রমিকের কষ্ট লাঘব, নারী-পুরুষ শ্রমিকের সমতা বিধান চাকুরীর সকল ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি, পোষ্যদের ভরণ পোষণ, চাকরিতে পদোন্নতি, বেতন পরিশোধের নীতিমালা, ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, ছুটি ও বিশ্রামের বিধান, জুলুমের প্রতিবাদ, সংগঠন করার অধিকার, যৌথ দরকষাকষির বিধান, অবসরকালীন ভাতা, সন্তানদের শিক্ষার অধিকার, নিরাপদ বাসস্থান, চিকিৎসার অধিকার, অমুসলিম শ্রমিকের অধিকার, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও প্রসূতিকালীন ছুটি ও সুবিধা, শিশু শ্রম, শিশু যত্নাগার, রাষ্ট্রীয়করণ ও বিরাষ্ট্রীকরণ নীতি, অপরাধ ও দন্ডবিধি, শ্রমবিরোধ নিষ্পত্তি, দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা ও ক্ষতিপূরণ এবং ওয়েলফেয়ার ইত্যাদি।

এসব অধিকার ও আইনের ইনসাফভিত্তিক কোন বাস্তবায়ন মানবরচিত মতবাদ বা শ্রমনীতির মাধ্যমে কি সম্ভব? পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের ব্যর্থতার পটভূমিতে নিপীড়িত, বঞ্চিত, অনাহারী ও মজলুম শ্রমজীবী মানুষের আজ ফরিয়াদ - তারা প্রকৃত মুক্তি চায়। প্রতারক ও স্বার্থন্বেষী চরিত্রহীন নেতৃত্বের বেড়াজাল ছিন্ন করে তারা বেরিয়ে আসতে

উদগ্রীব। নীতি নৈতিকতার মানে যারা উন্নত এমন নেতৃত্বের আজ তাই শ্রমিক ময়দানে অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান কোন জোড়াতালি বা মানবরচিত বিধানের মাধ্যমে যে সম্ভব নয় তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। দেশ পরিচালকরা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি মেধা, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু তারা মহান আল্লাহর দেয়া বিধান ও বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শের কোন প্রয়োজনই মনে করেন না। অথচ গোটা প্রাকৃতিক জগৎ তার বিধান মেনে চলছে বিধায় সেখানে কোন বিশৃঙ্খলা নেই। সেজন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআন মজিদ ও রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে মানবজাতির সুখ-শান্তির যে বিধান দিয়েছেন তা পালন করা ছাড়া জীবনের কোন সমস্যারই স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান হতে পারে না।

সবচেয়ে অসভ্য, বর্বর, বিশৃঙ্খল ও অশিক্ষিত মানবসমাজে কোন যাদুবলে রাসূলে করীম (সা) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে এক বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটালেন! এর ফলে সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি চমৎকার রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো? মোহাম্মদ (সা) এর উন্নত মহান চরিত্রের পরশমণির সংস্পর্শে অসভ্য মানুষগুলো সভ্যতার শিক্ষকে পরিণত হলেন। এ নতুন সভ্যতার উত্থানকে ঠেকাতে ও ধ্বংস করতে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য চেষ্টা করে নিজেরাই পরাজিত ও পদানত হতে বাধ্য হয়। ইতিহাসের ঐ অলৌকিক ঘটনার পেছনে কোন যাদুবিদ্যা ছিল না। কুরআনের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতি গড়ার বিধান মানবজাতির স্রষ্টা আল্লাহই পাঠালেন। মানবদরদি ও মানবজাতির পরম বন্ধু হিসেবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ বিধানকে প্রয়োগ করেই এ অভাবনীয় বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হলেন। এটা কোন উদ্ভট দাবি নয়; প্রমাণিত বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য। অনুরূপভাবে শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানও সেখানেই রয়েছে।

আল্লাহর হাবীব প্রিয় নবী (সা) শ্রমজীবী মানুষকে অনন্য মর্যাদায় সম্মানিত করেছেন- যা অন্য কোন আদর্শের নেতৃত্বের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ :

১. শ্রমিক যায়েদ (রা) কে ফুফাতো বোন জয়নবের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

২. হযরত যায়েদ (রা) কে মুতার যুদ্ধে প্রথম সেনাপতি পদে নিয়োগ করেছিলেন।

৩. শ্রমিকপুত্র উসামা বিন যায়েদ (রা)কে প্রধান সেনাপতি বানিয়ে তার হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিলেন।

৪. শ্রমিক হযরত বেলাল (রা)কে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বানিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

৫. মক্কা বিজয়ের দিন কাবাঘরে প্রবেশের সময় শ্রমিক হযরত বেলাল (রা) ও শ্রমিক হযরত খাব্বাব (রা) কে সাথে রেখেছিলেন।

৬. কোদাল চালাতে চালাতে একজন সাহাবীর হাতে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। রাসূল (সা) তার হাত দেখে বললেন, 'তোমার হাতের মধ্যে কি কিছু লিখে রেখেছো? সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল এগুলো কালো দাগ ছাড়া কিছু নয়। আমি আমার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য পাথুরে জমিতে কোদাল চালাই, তাই এ দাগগুলো পড়েছে। রাসূল (সা) এ কথা শুনে সাহাবীর হাতের মধ্যে চুম্বন খেলেন। (উসুদুল গাবা)

৭. রাসূল (সা) এর খাদেম হযরত আনাস (রা) দীর্ঘকাল এক সাথে অবস্থান করলেও কখনো রাসূল (সা) ধমক দেননি এবং কোন কৈফিয়তও তলব করেননি।

মানবতার দরদি বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য এক ঐতিহাসিক ভাষণে যে অনুপম শ্রমনীতি দিয়ে গেছেন তার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

'হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, গোলামদের সাথে ভাল আচরণ করবে এবং তাদের কোন কষ্ট দিবে না। তোমরা কি জান না যে, তাদের একটা অন্তর আছে, যা কষ্ট পেলে ব্যথা পায় এবং আরাম পেলে আনন্দিত হয়। তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা তাদেরকে হীন মনে কর এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর না! এটা কি জাহিলিয়াতের যুগের মানসিকতা নয়। অবশ্যই এটা জুলুম এবং বে-ইনসাফি।

আমার সেই যুগের কথা মনে আছে, যখন রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি ও দলপতিরা নিজেদেরকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও সম্মানিত মনে করতো এবং নিজেদেরকে নির্ভুল ও নির্দোষ বলে প্রচার করতো। তাদের নিকট অধীনস্থ খাদেমের জীবনের উদ্দেশ্যে ছিল তারা মালিকের খেদমত করবে, তাদের জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে

সংঘকে বুঝাবে এবং দুই বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়নের কোন কোন ফেডারেশন এ কথার অন্তর্ভুক্ত হবে। উক্ত সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজ ৩টি (১) একই পেশার লোকের অধিকার আদায় (২) সম্পর্ক বজায় রাখা (৩) আচার-আচরণের উপর শর্তারোপ করা, আচরণবিধি আরোপ করা। উক্ত সংজ্ঞায় এটাও জানা যায় যে, শ্রমিক কর্মচারীরাও ইউনিয়ন বা সংঘ, সমিতি বা দল গড়তে পারে। আবার মালিক কর্তৃপক্ষ ও সংঘ, সমিতি বা দল করতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাস থেকে জানা যায় পৃথিবীর প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন 'Mechanics union of Philadelphia, ১৮২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৩-৩৪ সালে গঠিত হয় 'গ্রান্ড ন্যাশনাল কনসলিটেটেড ট্রেড ইউনিয়ন'। উপমহাদেশে ১৮৫০ সাল থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূচনা হয়। সর্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয় ১৮৯০ সালে। নাম Bombay mill hands association. নেতা ছিলেন Mr. NN lokhen. ১৯২১ সালের ১ লা মার্চ ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত রেজুলেশন গৃহীত হয়। ১৯২৫ সালের ৩১ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তা পেশ হয়। ১৯২৬ সালে উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাস হয়। ১৯২৭ সালে ১ লা জুন থেকে তা কার্যকর হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের ১১ এপ্রিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা International labour organization (ILO). গঠিত হয় - ভার্সাই চুক্তির ফলে লিগ অব ন্যাশনস এর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে। এটা ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আইএলও সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৩ সালের ২৫ ই জুন আইএলও ঢাকা অফিসের কার্যক্রম শুরু করে। শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইএলও এর মোট ১৮৯টি কনভেনশন রয়েছে যার মধ্যে থেকে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৩৫টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে এবং দেশে কার্যকর আছে।

বাংলাদেশে ১৯৬৫ সালে শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশ (Employment of labour act standing order 1965) আইন হয়। ১৯৬৯ সালে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (Industrial relation ordinance 1969) হয়। যার ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন

কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। মালিক সমিতি প্রায় ১ হাজার এবং জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন সংখ্যা ৩৭টি। অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন সংখ্যা প্রায় ২ হাজার যার সদস্য সংখ্যা আনুমানিক ১২ লক্ষ।

বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা ও উন্নয়ন ধারণাও যুক্ত হয়েছে। এ লক্ষ্যে আইন অনুযায়ী CBA (Collective bargaining agent) সম্মিলিত দরকষাকষি এজেন্ট শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। শ্রমিক, মালিক ও সরকার TCC (Tripartite consultative committee) বা ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদও কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

কিন্তু বেদনার বিষয় হলো- এত পরিকল্পনা, আইন ও উদ্যোগের পরও শ্রমিক সমাজ আজও উপেক্ষিত, অধিকার বঞ্চিত। আইন আছে কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে সমিতি বা সংঘ করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে তারই অধীনে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্বীকৃত। জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার দলিলে ২৩ (৪) অনুচ্ছেদে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) তে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেয়া হয়েছে। অথচ এতসব অধিকার ও আইন থাকা সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের আজও বদল হয়নি। বরং একশ্রেণীর সুবিধাভোগী শক্তি শ্রমিকদের সংবেদনশীল স্বার্থগুলোকে মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগিয়ে মুখরোচক স্লোগান ব্যবহার করে শ্রমিক সমাজকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী, সমাজতন্ত্রী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতৃত্ব নিজেদের হীন স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহার করে শুধু তাদেরই কপাল বদলিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের কপালে দুঃখ কষ্টের আগুন আজও দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মহানবীর (সা)-এর আদর্শই শ্রমিকের প্রকৃত মুক্তির পথ

একদিকে শ্রমিক আন্দোলনের নামে যেমন শুধু অধিকারের ফাঁকা আওয়াজ তুলে প্রতারিত করা হয়েছে নিরীহ দুঃখী শ্রমিক সমাজকে। শ্রমিক সমাজের কর্তব্য, দক্ষতা, নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি উপেক্ষা করে কখনো কখনো উৎপাদনশীলতা, অর্থনীতি ও সমাজের শান্তি স্থিতিশীলতাকেও হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে মালিক-শ্রমিক সু-সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমঝোতা ও দেশপ্রেমকে হীনস্বার্থে ধ্বংস করা হয়েছে। অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্য ও দায়িত্বের অনুভূতি তথা মূল্যবোধ জাগ্রত করাও যে নেতৃত্বের কাজ, সেসব বেশির ভাগ সময়ই তারা বেমালুম ভুলে থেকেছেন। বস্তুত ট্রেড ইউনিয়ন, প্রচলিত শ্রমনীতি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও বলতে গেলে শ্রমিক সমাজ অন্ধকারেই রয়ে গেছে। এমনকি মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত ইসলামী শ্রমনীতির শাশ্বত বিধান

ইতিহাসে তারা অমর হয়ে রয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে হে মার্কেটে ঘটনার পরই দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। মেনে নিতে হয় শ্রমিকদের মূল দাবি ৮ ঘন্টা কর্মঘন্টার দাবিও।

এ ঘটনার প্রায় ৩ বছর পর ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশ। এ সমাবেশে প্রতিবছর মে মাসের প্রথম দিনকে বিশ্বব্যাপী "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৯০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের হাইড পার্কে সমবেত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সভায় মে দিবস পালিত হয়। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হয় মে দিবসের মিছিল। পরে রাশিয়া, চীন ও জার্মানিতে মে দিবস পালিত হতে থাকে। ভারত উপমহাদেশে এর সূচনা হয় ১৯২৩ সালে মাদ্রাজে।

ট্রেড ইউনিয়ন

একদিকে দুনিয়াব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রাম যেমন ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তেমনি শিল্প বিপ্লব তথা সভ্যতার বিকাশে শ্রমিক শ্রেণীর অবদান ও গুরুত্ব ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। শ্রমিক সমস্যা, তাদের অধিকার তথা শিল্প-শ্রমিক নিয়ে দেশে দেশে শুরু হয় মূল্যায়ন, নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন। রাষ্ট্র, সরকার তথা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক গুরুত্ব পেতে থাকে শিল্প শ্রমিক প্রসঙ্গ। পর্যায়ক্রমে শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ে তৈরি হয় শ্রম আইন। গড়ে উঠে শ্রম আদালত, শ্রমদপ্তর, শ্রম মন্ত্রাণালয়। প্রতিষ্ঠা লাভ করে International labour organization (ILO) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা। তৈরি হয় শ্রমিকদের অধিকার সংবলিত আইএলও কনভেনশন। যা দেশে দেশে পর্যায়ক্রমে গৃহীত ও প্রতিপালিত হতে থাকে। বদলে যায় 'শ্রমিক' শব্দটির আইনগত অর্থ ও ব্যাখ্যা। শাব্দিক অর্থে যদিও 'শ্রমিক' অর্থ - 'যে শ্রম দেয় বা কায়িক পরিশ্রম করে যে'। কিন্তু আইনগতভাবে শ্রমিক শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'অর্থের বিনিময়ে কায়িক শ্রম বিক্রয় করে যে'। শিল্প আইনে শ্রমিক হতে গেলে প্রয়োজন ৪ টি বৈশিষ্ট্যের (ক) জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ (খ) অন্যের দ্বারা নিয়োজিত অন্যের কাজ (গ) অন্য কাউকে নিজের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে নিয়োজিত করতে পারে না (ঘ) নিজের জন্য কাজ করে না। (Self employed নয়)।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের দ্বান্দ্বিক যাত্রা পথে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দিকে ধাবিত হতে থাকে 'শিল্প ও শ্রমিক'। কর্মস্থলে শ্রমিকের সুরক্ষা এবং দরকষাকষির প্রয়োজনে সময়ের দাবি অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন আইন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একদিকে ট্রেড ইউনিয়নকে সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় School of communism হিসেবে গ্রহণ করে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদকে বিলুপ্ত সাধন করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে শ্রমিকরাজ তথা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ধারণা দেয়া হতে থাকে। অন্যদিকে মুক্ত বিশ্বে (Free world) ট্রেড ইউনিয়নের সংজ্ঞা হলো- 'শ্রমিকদের, শ্রমিকদের দ্বারা, শ্রমিকদের জন্য, স্বেচ্ছাসৃষ্ট এক ধারাবাহিক স্থায়ী ও গণতান্ত্রিক সংগঠন'। এ ব্যাখ্যা মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে হলো কর্মস্থলে নিজেদের রক্ষা করা, যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে নিজেদের কাজের শর্তাবলীর উন্নতি সাধন করা, নিজের জীবনের মানকে উন্নততর করে তোলা, স্বাভাবিক ও মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষা করা, সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে শ্রমিকদের মতামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করা।

ট্রেড ইউনিয়নের সংজ্ঞায় ইংরেজি অভিধানে বলা হয়েছে' - Trade union means union among the men of the same trade to maintain their rights. অর্থাৎ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত একই পেশার লোকদের সংঘ। আমেরিকার শিকাগো থেকে প্রকাশিত - The world book encyclopedia পুস্তকে বলা হয়েছে - Labour movement is a term that refers to the efforts of workers as a group to improve their economic position........
Political parties and other groups has also played a part in the Labour movement (The world book encyclopedia Chicago. usa. Page-5)।
বাংলাদেশে Industrial relation ordinance - 1969 (IRO - 1969) এ ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে - Trade union means any combination of workmen or employers formed primarily for the purpose of regulating the relationship between workmen or workmen and employers or employers, or for imposing restrictive on the conduct of any trade of business and includes a federation of two or more trade unions.
ট্রেড ইউনিয়ন বলতে প্রধানত শ্রমিকের সাথে মালিকের অথবা শ্রমিকের সাথে শ্রমিকের অথবা মালিকের সাথে মালিকের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন বাণিজ্য কিংবা ব্যবসা পরিচালনার ওপর নিয়ন্ত্রণ মূলক শর্ত আরোপের জন্য গঠিত শ্রমিকের অথবা মালিকের কোন

শিকাগোর সংগ্রাম, ট্রেড ইউনিয়ন ও মহানবী (সা)-এর আদর্শ

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, *সাবেক এমপি*

ঐতিহাসিক ১লা মে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীকী দিবস। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অধিকারবঞ্চিত মানুষের লড়াইয়ে মে দিবস এক অনন্য প্রেরণা।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ১লা মে এক অনন্য গৌরবময় দিন। আজ থেকে ১৩১ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ১লা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের ৮ ঘন্টা কর্মঘন্টার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় মেহনতি মানুষের বহু ন্যায্য অধিকারের দাবি আজও দুনিয়ার দেশে দেশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। আমেরিকার শিকাগো থেকে শুরু করে দেশে দেশে মেহনতি মানুষের অধিকারের জন্য আত্মদান যেন তাদের অধিকারের মূর্ত আর্তনাদ।

একথা কে না বিশ্বাস করবে যে, আধুনিক বিশ্বের শিল্প, অর্থনীতি ও সভ্যতা বিকাশের সাথে মিশে আছে শ্রমজীবী মানুষের রক্ত আর ঘাম। হাড়-ভাংগা পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে গগনচুম্বী প্রাসাদ আর অট্টালিকার সারি। অর্থনীতির চাকা ঘুরছে - মেহনতি মানুষের রক্ত পানি করা শ্রমশক্তির জোরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব তথা সভ্যতার বিকাশের সূচনা পর্বে শ্রমিকদের অধিকার বলতে তেমন কিছুই ছিল না। না ছিল তাদের ন্যায়সংগত মজুরি, না ছিল নির্ধারিত কোন কর্মঘন্টার সীমানা। মানবেতর জীবের মত শ্রমক্ষেত্রে ২০ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করানো হতো। প্রাচীন মিশরের শ্রমদাসদের চেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ ছিল। শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার ও নির্যাতন যখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায় তখন শোষিত বঞ্চিত, নির্যাতিত শ্রমিক সমাজ তা রুখে দিতে বাধ্য হয়। মে দিবস মূলত এমনই প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি।

মে দিবসের পটভূমি

১ লা মে'র ঘটনাটি বিশেষ একদিনের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরে ঘটে আসা বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশ। ১৮২৭ সালে পৃথিবীর প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে খ্যাত Mechanics Union of philadelphia ১০ ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৮৩৪ সালে নিউইয়র্কের বেকারি শ্রমিকরা ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা শ্রম দেবার প্রতিবাদে ধর্মঘট করেন। ১৮৩৭ সালে ১০ ঘন্টার কর্মদিবস একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। তারপর ১৮৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকরা '8 hours work, 8 hours recreation and 8 hours rest' এই দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে বিশ্বব্যাপী ৮ ঘন্টা কাজের দাবিটি সোচ্চার হয়ে ওঠে।

১৮৭৭ সাল থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি, ৮ ঘন্টা কর্মঘন্টা এবং উন্নত কর্মপরিবেশের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ মালিকদের পক্ষ নিয়ে এসব সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নিষ্ঠুর দমননীতি চালিয়ে যেতে থাকে। ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ শ্রমিক দাবি আদায়ের সংগ্রামে প্রাণ দেন। এরই এক পর্যায়ে ১৮৮৪ সালের ৭ ই অক্টোবর আমেরিকার "ফেডারেশন অব লেবার" তাদের জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘোষণা দেয় যে, দাবি মানা না হলে ১৮৮৬ সালের ১লা মে সারাদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ ধর্মঘট পালন করা হবে। মালিক পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমিক আন্দোলন নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ভয়াবহ নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রশাসন কঠোর মনোভাব নিয়ে শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতারসহ নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব নির্যাতনের মুখেও ১৮৮৬ সালের ১ লা মে ৮ ঘন্টার কর্মঘন্টার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাড়ে এগার হাজারেরও বেশি শিল্প কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশ নেন। ৩ রা মে শিকাগোর মেক' কমিক রিপার কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপরে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে ৬ জন শ্রমিক নিহত হন। অনেকে আহত হয় এর প্রতিবাদে ৪ ঠা মে শিকাগোর হে মার্কেট স্কয়ারে আহবান করা হয় এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ। এ সমাবেশেও পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে শ্রমিকরা রুখে দাঁড়ান। শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জন শ্রমিক ও ৭ জন পুলিশ নিহত হন। আহত ও গ্রেফতার হয় অনেকে। নেতৃবৃন্দের মধ্যে গ্রেফতার হন অগাস্ট স্পাইজ, স্যামুয়েল ফিলডেন, মাইকেল স্কোয়ার, জর্জ এঙ্গেল, এডলফ ফিশার, লুই লীংগ, অস্কার নিভে ও অ্যালবার্ট পারসনস। ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর স্পাইজ, ফিশার, এঙ্গেল ও পারসনস এর ফাঁসি হয়। লিংগ কারাগারেই মৃত্যু বরণ করেন। অনেকের যাবজ্জীবন কারাবাস হয়। ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিয়ে, গুলিতে মৃত্যু বরণ করে শ্রমিক আন্দোলনের

ঈমানী দায়িত্ব।

৬. হালাল উপার্জন আল্লাহর পছন্দনীয়।

৭. বেকার লোকদের কাজের ব্যবস্থা করা ঈমানী দায়িত্ব।

৮. বেকার থাকার চেয়ে যে কোন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম।

৯. হযরত মুসা (আ) দুজন মহিলাকে তাদের পশুগুলোকে কূপ থেকে পানি পান করাতে সাহায্য করে মানবসেবক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

১০. যারা মানুষকে সাহায্য করেন আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন।

১১. নেক কাজ করে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হয় তাহলে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন। মুসা (আ) পশুকে পানি পান করানোর পর দোয়া করলেন।

১২. পুরুষ মহিলা যে-ই সমস্যাগ্রস্ত হবে তাঁরই সাহায্য করা আল্লাহর বিধান।

১৩. সমস্যাগ্রস্ত, অসহায় মানুষের সমস্যা সম্পর্কে জানা ঈমানী দায়িত্ব।

১৪. নিজের সমস্যার কথা অন্যকে জানিয়ে সহযোগিতা চাওয়া বৈধ।

১৫. মহিলাদের বৈধ কাজ করা ও উপার্জনের অধিকার আছে তবে পুরুষের মধ্যে লজ্জা ও শালীনতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে, চলতে হবে।

১৬. কাজের বিনিময় অবশ্যই পরিশোধ করা মালিকের দায়িত্ব।

১৭. শ্রমিক তার কাজের বিনিময় গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

১৮. মালিক শ্রমিকের বেতন, ভাতা যথাসময় পরিশোধ করতে হবে।

১৯. চুক্তির অতিরিক্ত কোন কাজ শ্রমিক থেকে নেয়া যাবে না।

২০. মালিককে শ্রমিকের বেতন, মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সে মালিকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং শ্রমিক তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

২১. মালিক একতরফাভাবে কোন চুক্তি ও শর্ত শ্রমিকের উপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায়।

২২. একজন শ্রমিকের উত্তম গুণ হচ্ছে সে তার যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা এবং শক্তি দিয়ে মালিকের প্রদত্ত কাজ করবে।

২৩. মালিকের দেয়া কাজকে শ্রমিক আমানত মনে করবে এবং সে কাজ ক্ষতিগ্রস্ত করবে না বরং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে। হুজুর (সা) বলেন, যে শ্রমিক আল্লাহর হক আদায় করার সাথে সাথে মালিকের হকও আদায় করে তার জন্য দুটো পুরস্কার রয়েছে।

২৪. কাজে যোগদানের পূর্বেই উভয়ের সম্মতিতে লিখিত চুক্তি হতে হবে এবং চুক্তির মধ্যে সকল শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

২৫. সকলেই সকলের প্রতি সুবিচার করতে হবে সে ধনী লোক আর গরিব লোক মালিক হোক অথবা শ্রমিক।

২৬. চুক্তির ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জবাব দিহির ভয় অন্তরে রাখতে হবে।

২৭. শ্রমিক তার সমস্যার কথা, অসুবিধার কথা, নিজ থেকে মালিকের সামনে বলার অধিকার ক্ষুণ্ন করা জঘন্য অপরাধ।

২৮. কোন সমস্যা দেখা দিলে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৯. মালিক তার অধীনস্থকে হীন মনে করবে না বরং ইসলাম তাকে ভাই ও পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছে।

৩০. মালিক তার অধীনস্থ শ্রমিকদেরকে সাধ্য অনুসারে চাকরি, স্বাস্থ্য বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান করবে।

৩১. মালিক তার অধীনস্থ শ্রমিককে বেতন, মজুরি দিলেই হবে না বরং তার সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে।

৩২. শোয়ায়েব (আ) তার কন্যাকে শ্রমিক মুসার কাছে বিবাহ দিয়ে তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) তার ফুফাত বোন জয়নাব (রা) কে গোলাম জায়েদের নিকট বিবাহ দিয়ে সাম্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর মানুষের নিকট পেশ করেছেন।

৩৩. যে কোন পবিত্র কাজই তা যতই নগণ্য হোক না কেন।

৩৪. মালিক তার মেয়েকে শ্রমিকের নিকট বিয়ে দিয়ে চিরতরে বৈষম্যের অবসান ঘটালেন।

৩৫. উত্তম মালিকের পরিচয় সততা ও শ্রমিকের নিকট কঠোর না হওয়া।

সূরা ক্বাসাসের ৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন অধীনস্থ দুর্বল লোকেরাই হচ্ছে

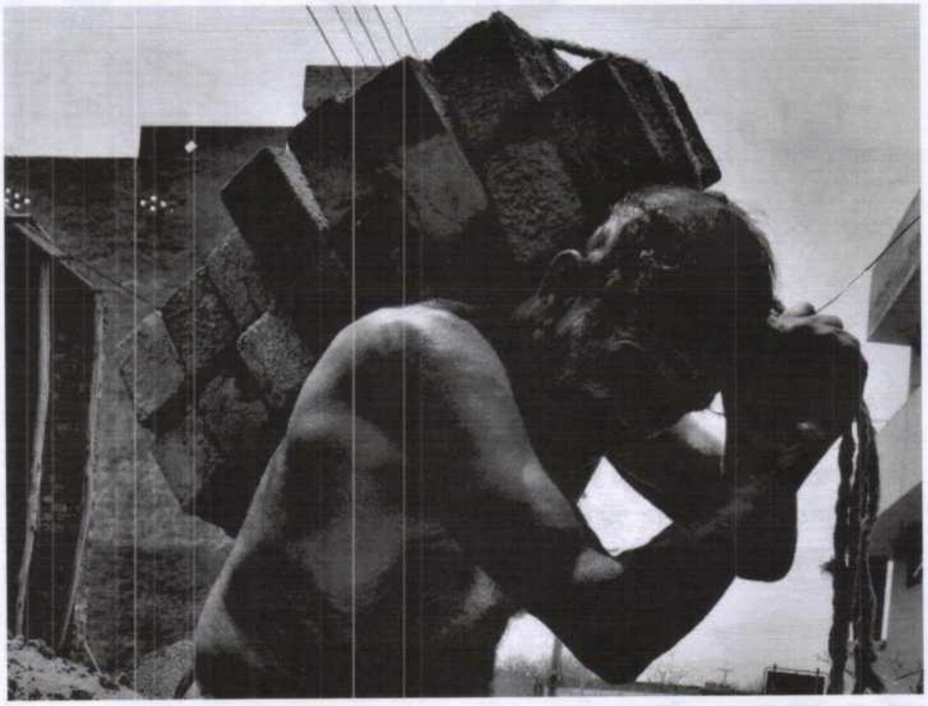

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মূল জনশক্তি। সকল নবীগণই তাদের আন্দোলনে এ শক্তি ব্যবহার করেছেন। আজকের যুগেও যারা শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, তারাই সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং কর্তৃত্ব করছে তাই শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ইসলামের বিজয়ের জন্য অপরিহার্য। এ শক্তিকে ইসলামী আন্দোলনে শামিল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

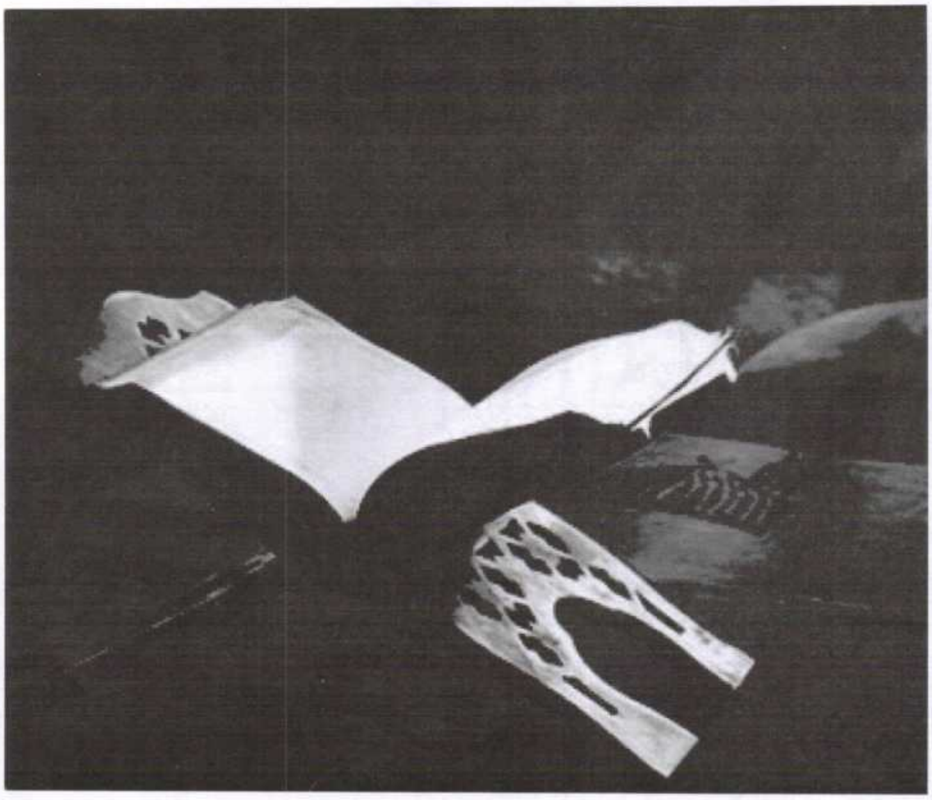

কুরআনে শ্রমনীতির মূলনীতি

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

(সূরা ক্বাসাস : আয়াত ২৩-২৮)

অর্থ : মুসা (আ) যখন মাদায়েনের একটি কূপের কাছে পৌছল, সে দেখল অনেক লোক তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে দুটি মেয়ে নিজেদের পশুগুলো আগলে রাখছে। মুসা মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের সমস্যা কি?" তারা বললো আমরা আমাদের জানোয়ার গুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না এ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলি সরিয়ে নিয়ে যায় আর আমাদের পিতা একজন অর্ধবৃদ্ধ ব্যক্তি।

একথা শুনে মুসা (আ) তাদের জানোয়ার গুলোকে পানি পান করিয়ে দিল, তারপর সে একটি ছায়ায় গিয়ে বসলো এবং বললো হে আমার প্রতিপালক! যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী। কিছু সময়ের মধ্যে ঐ দুটি মেয়ের মধ্য থেকে একজন লজ্জাজড়িত অবস্থায় তার কাছে এলো এবং বললো, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের জানোয়ার গুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন আপনাকে তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য। মুসা (আ) যখন তার কাছে পৌছল এবং নিজের সমস্ত কাহিনী তাকে শুনালো তখন সে বললো, ভয় করো না এখন তুমি জালেমদের হাত থেকে বেঁচে গেছো।

মেয়ে দুজনার একজন তার পিতাকে বললো আব্বাজান, একে চাকরিতে নিয়োগ দিন, কর্মচারী হিসেবে এমন ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে, শক্তিশালী ও আমানতদার। তার পিতা মুসাকে বললো, আমি আমার এ দু'মেয়ের মধ্য হতে একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। শর্ত হচ্ছে তোমাকে আট বছর আমার এখানে চাকরি করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরো করে দাও তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার উপর কঠোর হতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎ হিসেবেই পাবে। মুসা জবাব দিল আমার ও আপনার মধ্যে একথা স্থির হয়ে গেলো এ দুটি মেয়াদের মধ্য থেকে যেটাই আমি পূরণ করে দিবো তারপর আমার উপর যেন কোন চাপ দেয়া না হয়। আর যা কিছু দাবি ও অঙ্গীকার আমরা করছি আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা ক্বাসাস: ২৩-২৮)

নামকরণ : এই সূরার ২৫ নম্বর আয়াত "কাচ্ছা আলাই হিল কাসাস" আয়াত অনুসারে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধারাবাহিক আলোচনা এই সূরার মধ্যে মুসা (আ) এর ঘটনাবলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুযুল : মক্কার কাফেরেরা মনে করতো মুহাম্মদ (সা) এর শক্তি খুবই দুর্বল। আর দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই তার সাথে আছে। অতএব কোন দিনই তারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না এবং আমাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। আল্লাহ মুসা (আ) ও ফিরাউনের ঘটনা বর্ণনা করে মক্কার কাফেরদের বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের চেয়ে মিশরের শাসক ফেরাউন অনেক শক্তিশালী ছিল। মুসা (আ) তাদের তুলনায় খুবই দুর্বল ছিল। কিন্তু মুসা (আ) ফেরাউনের শক্তিকে পরাভূত করে সফলতা লাভ করে। অতএব তোমরা মুহাম্মদ (সা) এর আন্দোলনকে যতই দুর্বল মনে কর তার দ্বারাই তোমাদের পতন অনিবার্য হবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ভবিষ্যতের সফলতার দিকে ইঙ্গিত করে দিলেন।

মালিক ও শ্রমিকের আচরণবিধি যে নীতি ও আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে শ্রমনীতি বলে। উল্লেখিত আয়াতে হযরত মুসা (আ) কে একজন শ্রমিক এবং শোয়ায়েব (আ) কে একজন মালিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে তাদের দুজনার আচরণবিধি বর্ণনা করে সকল মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রমনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার মাধ্যমে মালিক-শ্রমিক কল্যাণ লাভ করতে পারে, মানবরচিত আইনে শ্লোগান আছে, মোহনীয় কথা আছে কিন্তু তাতে মালিক শ্রমিকের কল্যাণ নেই। উল্লেখিত আয়াতে কারিমা থেকে শ্রমনীতির যে মূলনীতি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

২. আল্লাহর বিধানের মধ্যেই মানবজাতির কল্যাণ রয়েছে বিশ্বাস করা।

৩. কর্মই হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার চাবিকাঠি।

৪. হযরত মুসা (আ) শুধু শ্রমিক ছিলেন না বরং সকল নবীগণই শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

৫. অসহায় মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করা

সম্পাদকীয়

গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি (মানুষ- কাজী নজরুল ইসলাম)।

সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ নিয়ে আমাদের সমাজ-সংসার। কাউকে উপেক্ষা করে আমাদের পথ চলা কঠিন। আমাদের সমাজের জনগোষ্ঠীর বড় অংশ শ্রমজীবী যারা আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অংশীদার। এ শ্রমিক শ্রেণির মানুষদেরও মন আছে, তারাও স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির মানুষেরা আজ সমাজে নানাভাবে উপেক্ষিত, শোষিত বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত। ইসলাম শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তাদের পারিশ্রমিক পরিশোধ করার তাগিদ দিলেও আজকের মালিক শ্রেণি হিতে বিপরীত কাজ করছে। শ্রমিকদেরকে ঠকানো, কম বেতনে বেশি কাজ করিয়ে নেয়ার ধান্দা এবং মাঝে মাঝে বেতন না দিয়ে তাদের সাথে নানা প্রতারণা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়া আজ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে মালিকপক্ষ শ্রমিকের হাড়-ভাঙা পরিশ্রম ও ঘামের ওপর দিয়ে গড়ে তুলে টাকার পাহাড়, অন্য দিকে শ্রমিকশ্রেণি তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে যাচ্ছে। মূলত ইসলামী শ্রমনীতি চালু না থাকার দরুন এই বৈষম্যনীতি বিষিয়ে তুলেছে আমাদের সমাজব্যবস্থাকে। আর তাই প্রতিনিয়ত আমাদের দেখতে হয় শ্রমিকদের হাহাকার ও আর্তনাদ। শ্রমিকরা তাদের সংসার ও জীবন চলার তাগিদে এই সব অমানবিকতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে। মালিক ও শ্রমিক পেশার মানুষদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে; বেড়েই চলেছে দূরত্বের দেয়াল। ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে পড়ছে বিরূপ প্রভাব। তাই শুধু বর্ণিল আয়োজনে সভা-সমিতি, দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের অঙ্গীকার। পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী অর্থনীতির কবল থেকে মুক্তি পাক আমাদের অর্থনীতি। আমরা এই জুলুম ও বেইনসাফ এর বিপক্ষে। আমরা এই বিভেদের অবসান চাই। মালিক ও শ্রমিকদের উন্নত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশই আগামী দিনে একটি সফল শ্রম আইন বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। যাতে মালিক পক্ষ যেমন শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিবে ঠিক তেমনি শ্রমিক পক্ষও তাদের কাজের প্রতি আন্তরিক থাকবে। নিজের কাজের জবাবদিহির জন্য নিজেকে বিবেকের মুখোমুখি করবে। আমরা একটি কল্যাণীয় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের ফলে সেই কল্যাণীয় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কাজ আলোর মুখ দেখবে। আমরা আশা করি এ লক্ষ্যে আপনাদের আন্তরিক ভালোবাসায় সিক্ত হবো এবং আমরা বরাবরই আপনাদের পাশে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

শ্রমিক সেবামূলক কার্যক্রম

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে অসচ্ছল শ্রমিকদের মাঝে
খাদ্রসামগ্রী বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি

অসহায় শ্রমিকদের মাঝে গৃহনির্মাণের জন্য টিন বিতরণ করছেন
কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার আমিনুল হক

হকার্স শ্রমিকদের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ করছেন
কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

সিলেটের বিশ্বনাথে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে খাদ্রসামগ্রী বিতরণ করছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম

ঢাকা মহানগরী উত্তরের কোরবানির গোশত বিতরণ

নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর ঈদসামগ্রী বিতরণ

ট্রেড ইউনিয়ন ও বিবিধ কার্যক্রম

ঢাকা মহানগরী উত্তরের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সম্মানে ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

রাজশাহী অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে রিক্সা শ্রমিকদের নিয়ে ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

কুমিল্লা মহানগরীর শ্রমিকদের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাস্টার আমিনুল হক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের

সম্মেলন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয় গার্মেন্টস বিভাগ আয়োজিত 'লিডারশিপ ওয়ার্কশপে' বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

চট্টগ্রাম মহানগরীর 'লিডারশিপ ট্রেনিং ক্যাম্পে' বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের

কুমিল্লা মহানগরী ও চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

গাজীপুর মহানগরী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি

ঢাকা বিভাগ উত্তরের কার্যকরী কমিটির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি

সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আবারো প্রমাণিত

ফোকাস-ই সেরা...

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

২০১৭-১৮ সেশনে ঢাবি'র **'খ'** ইউনিটে শীর্ষস্থান অর্জনকারীদের তাৎক্ষণিক ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ফোকাসের মহাপরিচালক।

১ম থেকে ২০তম এর মধ্যে মেধা তালিকায় যারা

অনিক ইসলাম
(গাজীপুর শাখা)
ব্যাচ নং: GB-02
রোল নং-264241

তাসনিম
(যাত্রাবাড়ী শাখা)
ব্যাচ নং: JFB-01
রোল নং-211808

শাহ মারুফ
(উত্তরা শাখা)
ব্যাচ নং: UB-01
রোল নং-216647

আনসার উ.মনির
(ফার্মগেট শাখা)
ব্যাচ নং: B-15
রোল নং-204977

বাবু মিয়া
(বগুড়া শাখা)
ব্যাচ নং: MB-07
রোল নং-2745

তোফায়েল মাহমুদ
(চট্টগ্রাম শাখা)
ব্যাচ নং: CB-05
রোল নং-244528

সাজ্জাদ আলী
(চট্টগ্রাম শাখা)
ব্যাচ নং: MTB-01
রোল নং-142118

মাহমুদ পিয়াল
(ফার্মগেট শাখা)
ব্যাচ নং: B-11
রোল নং-200322

মাহমুদুল আহসান
(ফার্মগেট শাখা)
ব্যাচ নং: B-21
রোল নং-206128

জারিন রাইসা
(ফার্মগেট শাখা)
ব্যাচ নং: FB-02
রোল নং-206240

ঈশিতা হক
(ফার্মগেট শাখা)
ব্যাচ নং: FB-08
রোল নং-207020

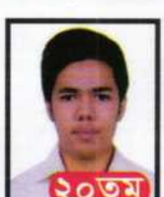

আশফাকুর রহমান
(ফার্মগেট শাখা)
ব্যাচ নং: B-07
রোল নং-201005

০১৭৫০১৩৮৯৫০-৭৯, ০১৭৯৭০৯১৯৯০-৯২

ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব, গঠন ও রেজিস্ট্রেশন

তানভীর হোসাইন

জাতিসংঘ-এর সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ২৩-২৫ ধারা, বাংলাদেশের সংবিধান ধারা ১৪-১৫, আইএলও কনভেনশন ৮৭,৯৮ ও শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৭৫-২০৮ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গঠন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নকে নির্দিষ্ট করে শ্রমিকদের জন্য দুইটি দায়িত্ব দিয়েছে। (এক) অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তি (দুই) নিরাপত্তা বিধান। এতে ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে অনেক সমবায় সমিতি, কল্যাণ সমিতি, ক্লাব, পাঠাগার প্রভৃতি গঠন করার মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করে আইনানুগ সুবিধা দেয়া যায়। ঐক্যই শক্তি বা সংগঠিত মানুষই শক্তিশালী মানুষ। যাদের জন্য এ আন্দোলন তাদেরকে সংগঠিত করতে না পারলে বাহির থেকে সহযোগিতা করে পূর্ণাঙ্গ সুফল পাওয়া যায় না। তাই সব কিছুর আগে লক্ষ্য থাকতে হবে শ্রমিককে সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং নিজের অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য সোচ্চার থাকা। শ্রমজীবী মানুষ যত যৌক্তিক কথাই বলুক, যতই আইনের কথা বলুক, যদি তারা সংগঠিত শক্তির প্রমাণ দিতে না পারে, সবাই মিলে সোচ্চার কণ্ঠে কথা না বলতে পারে, তাহলে কেউ তাদের কথায় কর্ণপাত করে না। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় আমরা সকলে স্বীকার করবো যে, জ্ঞান ও অর্থ-বিত্তের অধিকারী ও শক্তিশালী মালিক পক্ষের সাথে এককভাবে কোন শ্রমিক আলোচনা কিংবা আলোচনার মাধ্যমে তার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে না। এককভাবে একজন শ্রমিক সব সময়ই দুর্বল। সংঘবদ্ধ শ্রমিক সব সময়ই শক্তিশালী। তার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকের ঐক্য। আর সে ঐক্যের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন। কারণ অভিজ্ঞতা অর্জন ও বাস্তবতায় দেখা গেছে যে, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক এবং শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনই শ্রমিকের স্বার্থ আদায় ও অধিকার রক্ষায় কেবল কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের শ্রমনীতিতেও শিল্পে শান্তি স্থিতিশীলতা ও শ্রমিকদের আইনানুগ অধিকারসমূহ রক্ষা এবং আয় বৈষম্য কমিয়ে আনাসহ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সুস্থ ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক কল্যাণ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের সংবিধান, শ্রম আইন ও আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক কল্যাণ সমিতি কার্যক্রম (গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপ) কে উৎসাহিত করতে সরকার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

শ্রম আইন - ২০০৬, অধ্যায় - ২১টি, ধারা - ৩৫৪টি, ২টি লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

ক) সামগ্রিক বাস্তবায়নে করণীয়; খ) সুনির্দিষ্ট অধিকার আদায়ে করণীয়।

* ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া ফেডারেশন প্রভাবহীন, অস্তিত্বহীন, সরকারের কাছে গুরুত্বহীন এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও মূল্যহীন।

* ইউনিয়ন অর্থ: সমিতি, শিবির, সংঘ, একতা; (খ) ট্রেড অর্থ : ব্যবসায়, চাকরি, পেশা, আরবি-তিজারত, আমেল।

ট্রেড ইউনিয়ন কেন করব :

* পরোপকারী মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ,- আল হাদিস।

* শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে মজুরি দিয়ে দাও। আল হাদিস।

* তোমরা যা খাও, তোমাদের অধীনস্থদের তাই খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তা পরাও। আল হাদিস।

* লভ্যাংশে শরিক কর ও অতিরিক্ত কাজের বাড়তি মজুরি দাও। আল হাদিস।

* তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন ,-আল কোরআন।

* একটি বিড়াল আটকে রাখার কারণে এক মহিলা জাহান্নামি হয়েছে। বুখারী।

* একটি কুকুরকে পানি পান করানোর জন্য একজন নষ্টা মহিলা জান্নাতি হয়েছে। আল হাদিস।

* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এতেকাফ থেকে উঠে গিয়ে একজনের সমস্যার সমাধান করেছেন। আল হাদিস।

কুরআন ও হাদিসে আরো বহু উদাহরণ আছে।

ধারা - ১৭৬ ট্রেড ইউনিয়ন কাকে বলে ?

ইংরেজি অভিধানে ট্রেড ইউনিয়নের সংজ্ঞায় Trade union means union among the man of same trade to maintain their rights অর্থ: ট্রেড ইউনিয়ন বলতে বুঝায় একই চাকরির বা পেশার লোকেরা তাদের অধিকার রক্ষায় একতাবদ্ধ হওয়া। শ্রমিক- মালিক, শ্রমিক-শ্রমিক, মালিক -মালিক-এর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্যে গঠিত যে সংগঠন, তা হল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। ট্রেড ইউনিয়নের কাজ হলো, তার সদস্যদের স্বীয় উন্নয়ন এবং লক্ষ্য অর্জনে মালিকের সাথে দরকষাকষি করা।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ৪ প্রকার।

বেসিক ইউনিয়ন/প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ বা দেশভিত্তিক ইউনিয়ন, ফেডারেশন ৩ প্রকার (ক) পেশা ভিত্তিক ফেডারেশন, ধারা-১৮৩ (খ) জাতীয় ফেডারেশন.ধারা-২০০, (গ) কনফেডারেশন। কম পক্ষে ৫টি বেসিক ইউনিয়ন মিলে পেশা ভিত্তিক ফেডারেশন গঠিত হয়। বিভিন্ন পেশার ২০ (বিশ) বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে জাতীয় ফেডারেশন বলে। ১০ টি জাতীয় ফেডারেশন মিলে একটি কনফেডারেশন করা হয়।

ধারা-২০৬ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন শ্রমিক অধিকার রক্ষায় যা করতে পারে।

১. ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত অধিকার ও আইন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা এবং এ ব্যাপারে শ্রমিকদেরকে সচেতন করে তোলা।

২. লিখিতভাবে মালিক-কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে অধিকার বঞ্চিত শ্রমিকদের বিষয়টি নিয়ে মালিক-কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা।

৩. প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসেবে কোন সিবিএ না থাকলে কিংবা শিল্পে একাধিক ইউনিয়ন থাকলে অধিকার লংঘনের প্রতিবাদ ও অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করা ও মালিক-কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে বিষয়টির মীমাংসা করা।

৪. লিখিতভাবে শ্রম পরিদপ্তর কিংবা সংশ্লিষ্ট এলাকার কলকারখানা পরিদর্শককে অধিকার লংঘনের বিষয়টি অবহিত করা।

৫. শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করত : অধিকার বঞ্চিত শ্রমিকদেরকে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।

৬. জনমত গঠনের মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন সংশোধনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

৭. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা : চাকরির নিশ্চয়তা, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র আদায়, কর্মঘন্টা, কাজের পরিবেশ তৈরি, বেতন ও অধিকার আদায় করা, ভবিষ্য তহবিল গঠন, শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা, দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮. সামাজিক নিরাপত্তা : কর্মীর নৈতিক উন্নতি সাধন, অসামাজিক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা, শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়া বিয়ে-শাদি দেয়া, প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

চাকরিচ্যুতি কত প্রকার : চাকরিচ্যুতি ৫ প্রকার, লে-অফসহ ৬ প্রকার।

ধারা-১৭: লে-অফ, ধারা-২০ ছাঁটাই, ধারা-২২: ডিসচার্জ, ধারা-২৬: বরখাস্ত, ধারা-২৭ : অবসান, ধারা-২৮: অবসর।

নেতার যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার : শক্তিশালী ও কার্যকর ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে, একজন শ্রমিক নেতার শারীরিক ও মানসিক শক্তি, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা, উৎসাহ, বন্ধুপরায়ণতা, জ্ঞান ও বুদ্ধি, চৌকস, দূরদৃষ্টি, স্মরণশক্তি, দক্ষতা, সাহস ও সহ্য ক্ষমতা, নির্লোভি, সৎ ও ত্যাগী হওয়া প্রয়োজন।

ধারা : ১৭৫ শ্রমিক কাকে বলে :

যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প কারখানায় অর্থের বিনিময়ে গতর খাটিয়ে কাজ করেন।

শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগ :

ধারা ৪ : শ্রমিক ৭ প্রকার: শিক্ষাধীন, বদলি, সাময়িক, অস্থায়ী, শিক্ষানবিস, মৌসুমি ও স্থায়ী।

আইনি ভাষায় শ্রমিক নন: পাহারাদার/দারোয়ান, নিরাপত্তা স্টাফ, অগ্নি-নির্বাপক কর্মী, গোপনীয় সহকারী।

শ্রমিক আন্দোলন : শ্রমিকরা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের জন্য বেতন-ভাতা, চাকরি রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান ধর্মঘট, গেট মিটিং, উৎপাদন বন্ধ ও হরতালের মত কর্মসূচি গ্রহণ করে, তাকে শ্রমিক আন্দোলন বলে।

আন্দোলন সফলতার জন্যে ৪টি শর্ত যা ভালভাবে খেয়াল রাখতে হবে :

ক) সাংগঠনিক শক্তি, খ) দাবি সমূহের যৌক্তিকতা, গ) আর্থিক সচ্ছলতা ঘ) জন সাধারণের সহানুভূতি।

ধারা-৩০ : পাওনা পরিশোধ, ধারা-৩৩ : গ্রিভেন্স (Grievance) পিটিশন বা অনুযোগপত্র।

ধারা : ১৭৭. ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত :

রেজিস্টার্ড অব ট্রেড ইউনিয়নস এর নিকট আবেদন করা।

১৭৮ ধারা : দরখাস্তের জন্যে প্রয়োজনীয়

বিষয়াদি :

(১) বরাবর, রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস, আবেদন করা। (প্রশাসনিক বিভাগ ভিত্তিক)

(২) ক) ট্রেড ইউনিয়ন নাম, প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা, খ) ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের তারিখ, গ) ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের নাম, বয়স, ঠিকানা, পেশা, ইউনিয়নে পদবি, ঘ) চাঁদা দানকারী সদস্যদের তালিকা, ঙ) প্রতিষ্ঠানের নাম, শ্রমিক সংখ্যা, চ) গঠনতন্ত্র ৩টি কপি, ছ) সভাপতি/সাধারাণ সম্পাদককে দেয়, ক্ষমতা প্রদানের রেজুলেশন, জ) প্রথম সাধারণ সভার নোটিশ ও রেজুলেশন।

১৭৯ ধারা (১) বিধি:-১৬৮ রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এবং গঠনতন্ত্রে যা থাকে:

ক) ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশন রেজিস্ট্রি করার জন্য ফরম-৫৬.(ক).(খ) ও (গ) অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে সদস্যদের প্রত্যয়নপত্র সংযোজিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে রেজিস্ট্রিশনের জন্য আবেদনকারীকে নিজ খরচে ফরম-৫৬(ঘ) অনুযায়ী গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশন কর্মকর্তাদের বিবরণ ফরম-৫৬(চ).(ছ)ও (জ) অনুযায়ী প্রদান করতে হবে। আবেদন ফরম বা ডি-ফরম পূরণকৃত কপি/অন্য ইউনিয়নের সদস্য নহেন। গঠনতন্ত্রে যা থাকে, (১) ট্রেড ইউনিয়নের নাম ও ঠিকানা (২) ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য (৩) তহবিলের উৎস, চাঁদা নির্ধারণ, কিভাবে ব্যবহৃত হবে, (৪) সুবিধাদি পাওয়ার ও শাস্তি পাওয়ার শর্তাদি, (৫) সদস্য তালিকা সংরক্ষণ, পরিদর্শন (৬) গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, সংশোধন, বাতিলের পন্থা, (৭) নির্বাচন বিষয়: দুই ও তিন বৎসর মেয়াদ, (৮) কর্মকর্তার সংখ্যা: ৫-৩৫, (৯) ট্রেড ইউনিয়ন অবলুপ্তির পন্থা, (১০) কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের পদ্ধতি, (১১) নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব বন্টন ও ক্ষমতা। (১২) নির্বাহী কমিটি-৩ মাসে ১ টি সভা, সাধারণ শ্রমিকের নিয়ে বৎসরে কমপক্ষে ১টি সাধারণ সভা করা ইত্যাদি।

খ) আইন অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান পুঞ্জে, ৩০% শ্রমিক সদস্য বা ডি ফরম পুরণ না করলে রেজিস্ট্রেশন হবে না।

* উল্লেখ্য, একটি প্রতিষ্ঠানে ১টির অধিক ইউনিয়ন থাকতে পারবে না। তবে পূর্বের নিবন্ধিত ইউনিয়নগুলো যথারীতি কাজ চালিয়ে যাবে।

নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা : ধারা ১৭৯ (১) (ট) বিধি ১৬৯ (১) মোতাবেক কোন ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা উহার সাধারণ সদস্যদের সংখ্যানুপাতে নিম্নবর্ণিত হারে নির্ধারিত হবে।

সাধারণ সদস্য সংখ্যা			নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা	
	অনাধিক	৫০	অন্যূন	৫ জন
৫১	হইতে	১০০	অনধিক	৭ জন
১০১	"	৪০০	অনধিক	৯ জন
৪০১	"	৮০০	অনধিক	১১ জন
৮০১	"	১৫০০	অনধিক	১৩ জন
১৫০১	"	৩০০০	অনধিক	১৭ জন
৩০০১	"	৫০০০	অনধিক	২৫ জন
৫০০১	"	৭৫০০	অনধিক	৩০ জন
৭৫০১	"	ততোধিক	অনধিক	৩৫ জন

(২) যে প্রতিষ্ঠানের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হবে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট জনশক্তি বা সদস্যের ২০% বা তদূর্ধ্ব মহিলা নিয়োজিত থাকলে সেখানে ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটিতে কমপক্ষে ১০% মহিলা সদস্য থাকতে হবে।

(৩) প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাহী কমিটিতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে একজন সদস্য নেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

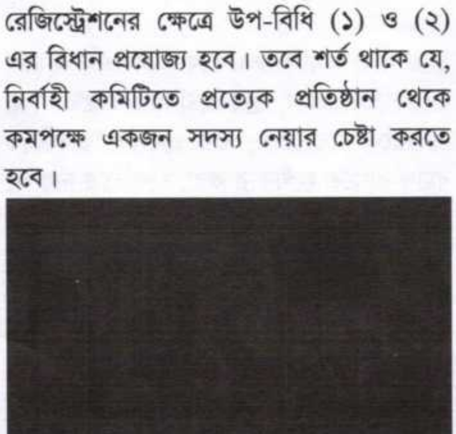

ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ফি

ক্রমিক নং	ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ধরন	নিবন্ধন ফি
১	ট্রেড ইউনিয়ন	৫০০/=
২	শিল্পভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বা পেশাভিত্তিক ফেডারেশন	১.০০০/=
৩	জাতীয়ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন	৩.০০০/=
৪	জাতীয়ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন	৫.০০০/=

ট্রেড ইউনিয়নের নাম বা ঠিকানা পরিবর্তন

ট্রেড ইউনিয়নের নাম বা ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে, সিদ্ধান্তের ১৫ দিনের মধ্যে শ্রম পরিচালকের দপ্তরে রেকর্ডভুক্ত করাতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অথবা কনফেডারেশন-এর গঠনতন্ত্রে নাম অথবা ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে পরিবর্তনের জন্য ১.০০০/= টাকা নিবন্ধন ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

১৮০. ধারা: ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার অযোগ্যতা :

ক) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারি অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হন, মুক্তির পর দুই বৎসর অতিবাহিত না হয়। (খ) প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নন। তবে শর্ত থাকে যে, ২০১৩ সনের সংশোধনীতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সেক্টরের ক্ষেত্রে সদস্যরা ইচ্ছা পোষণ করলে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মোট কর্মকর্তার শতকরা দশ ভাগকে নির্বাচিত করতে পারবে, যারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয় এবং ফেডারেশনের ক্ষেত্রে ধারা ১৮০ শর্ত প্রযোজ্য নহে। উল্লেখ্য ফেডারেশনের ক্ষেত্রে ৪ ভাগের ১ ভাগ সরাসরি, (শতকরা পঁচিশ ভাগ) নির্বাহী কর্মকর্তা হতে পারবে।

ধারা ১৮১. বিধি ১৭০:- রেকর্ড সংরক্ষণ

১। সদস্যদের চাঁদার বিবরণ ফরম-৫৮(ক) অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে।

২। প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব ফরম-৫৮(খ) অনুযায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে।

৩। প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনকে

প্রাপ্ত অর্থের হিসাব ফরম-৫৮(গ) অনুযায়ী রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবে।

৪। প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন বা ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন বা কনফেডারেশনকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব ফরম-৫৮(ঘ) অনুযায়ী রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবে এবং হিসাব বই বাঁধাই আকারে এবং প্রতি পৃষ্ঠা ক্রমিক নম্বরযুক্ত অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫। যে কোন চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে সদস্যকে চাঁদা আদায়কারী ও দাতার স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ প্রদান করতে হবে।

৬। কার্যবিবরণী বই সংরক্ষণ করতে হবে।

৭। সদস্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

১৮২. ধারা : রেজিস্ট্রিকরণ :

১। ৬০ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রিকরণ সার্টিফিকেট পদান করবেন।

২। অসম্পূর্ণতা পেলে ১৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নকে লিখিতভাবে জানাবেন এবং উহা প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন জবাব দিবেন।

৩। সন্তুষ্ট হলে রেজিস্ট্রি হবে নতুবা প্রত্যাখ্যান করবেন।

৪। প্রত্যাখ্যানের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে আপিল করতে হবে।

৫। আপিলটি শুনানির পর রায় অনুযায়ী ৭ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি দিবেন অথবা বাতিল করবেন।

১৮৬ ধারা : ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণের সময়কালে চাকরির শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

১৮৭ ধারা : দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে যে সকল কর্মকর্তাকে বদলি ও চাকরিচ্যুত করা যাবে না। তারা হলেন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।

১৯০ ধারা : রেজিস্ট্রি বাতিলকরণ: (১) (ক থেকে ছ) (২), (৩), (৪)

১৯২ ধারা : রেজিস্ট্রি ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন এর কাজ চালানো নিষেধ।

১৯৫ ধারা : মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ : (১২ টি) যেমন, ট্রেড ইউনিয়ন করতে বাধা, চাকরিতে শর্তারোপ, ভয় প্রদর্শন, চাকরিতে বহাল রাখতে অস্বীকার করা, চাকরিতে নিযুক্তি, পদোন্নতি কাজে শর্তারোপ করা, নিম্নোক্ত কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা, অপসারণের হুমকি দেয়া বা চাকরি ক্ষতিগ্রস্ত করা। ইউনিয়ন বা সিবিএ নির্বাচনে বাধা, হয়রানিমূলক কৌশল অবলম্বন করা, চুক্তি ভঙ্গ করা এবং বৈধ ধর্মঘটের সময় শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা।

১৯৬ ধারা : শ্রমিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ : (১০ টি) শ্রমিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণগুলো হল কোন শ্রমিককে জোর করে ট্রেড ইউনিয়ন করানো বা বিরত রাখা, কর্মকর্তা হওয়া অথবা কর্মকর্তা পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য অনৈতিকভাবে কোন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করা অথবা লোভ-লালসা দেখানো এবং সদস্য পদ ত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করা, চুক্তিনামা স্বাক্ষরে মালিক বা শ্রমিকদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাপ, হুমকি-ধমকি, শারীরিক ক্ষতি করা, জোর করে চাঁদা আদায় করা এবং নির্বাচনে বল প্রয়োগ, উৎকোচ প্রদান করা।

২০১ ধারা: ৩০ শে এপ্রিলের মধ্যে আয়-ব্যয়ের বিবরণী জমা দেয়া (রিটার্ন দাখিল)।

২০২ ধারা : যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি সিবিএ গঠন।

২০৩ ধারা : ফেডারেশন সিবিএ হিসেবে কাজ করবে।

২০৪ ধারা : চেক অফ এর মাধ্যমে ইউনিয়নের চাঁদা কোম্পানি কর্তৃক কর্তন করে ১৫ দিনের মধ্যে ইউনিয়নকে বুঝিয়ে দেয়া।

২০৫ ধারা : অংশগ্রহণকারী কমিটি: (১ - ৯)

২০৬ ধারা : অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজ: ১ (ক-চ), ২

২০৭ ধারা : অংশগ্রহণকারী কমিটি সভা (১) প্রতি ২ মাসে অন্তত ১ বার (২) সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী শ্রম পরিচালক ও সালিশের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

২০৮ ধারা : অংশগ্রহণকারী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক।

আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে এই কথাটি শ্রম আইনে প্রযোজ্য নয়! এখানে আইন চলার জন্য ধাক্কা দিতে হয়। আমরা আইনের কথাই বলব তবে একটু জোরে বলব, সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে বলব।

লেখক : কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

"বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬" পর্যালোচনা ও অভিমত

অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন

বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এবং তাদের প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার অধিকার আদায় করার জন্য দীর্ঘ সময় আন্দোলন, সংগ্রাম করতে গিয়ে অনেক অসহায় শ্রমিককে জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ব্রিটিশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হওয়ার পরও শ্রমিকদের সঠিক কোন আইন তৈরি হয় নাই। সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ২০০১ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর বিগত চারদলীয় জোট সরকার ২০০৬ সালে "বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬" নামে বর্তমান আইনটি প্রবর্তন করেন। বর্তমানে উক্ত আইনে শ্রমিকদের অধিকার কাজের পরিবেশ, চাকরির নিরাপত্তা ও মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে সুন্দর ও সুস্থ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। উক্ত আইনটিতে ৩৫৩ ধারা রহিয়াছে। প্রতিটি ধারা মোটামুটিভাবে শ্রমিকদের কল্যাণের ব্যাপারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রহিয়াছে। কিন্তু শ্রম আইন ২০০৬ এর মধ্যে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি-বিধানের জটিলতা রহিয়াছে। উক্ত জটিলতাগুলি নিরসন করা হলে অত্র আইনটি সুন্দর আইন হিসেবে শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শ্রম আইন ২০০৬ প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে শ্রমিকদের সাথে মালিকদের যে বিষয়গুলি নিয়ে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতো তা এখনো নিরসন করা যায়নি। তার কারণ আমাদের দেশে আইন আছে আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই। এখনও মালিকদের সাথে শ্রমিকদের মজুরি, কর্মঘন্টা, চিকিৎসাভাতা, বোনাস এ বিষয়গুলি নিয়ে বিবাদ লেগেই আছে। অধিকাংশ মালিক শ্রমিকদের মাস শেষে বেতন দিতে গড়িমসি করে। এই সমস্যাটা শুধুমাত্র গার্মেন্টস সেক্টরে ঘটে থাকে। মালিকরা সারা বছর শ্রমিকদের খাটায় অথচ মাস শেষে বেতন প্রদানের সময় তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে, মিথ্যা অজুহাত মামলা হামলা দিয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের প্রাপ্যতা না দিয়ে বিনা নোটিশে চাকরির বিধি-বিধান না মেনে মালিকগণ নিরীহ শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেয়। এর ফলে শ্রমিকগণ দ্বারস্থ হয় ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের নিকট। তারপর শুরু হয় মালিক শ্রমিক সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ গিয়ে প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। যার কারণে দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে পড়ে, ব্যবসায় ধস নামে। সুতরাং এই পরিস্থিতিটি যার কারণে সৃষ্টি হলো তাকে আইনের আওতায় না এনে নিরীহ শ্রমিকদের নামে মামলা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়। এর প্রতিক্রিয়া এক সময় দেশের সরকারকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন করে। তাই দেশের সরকারকে জুলুমবাজ মালিকদেরকে কঠিন শাস্তির আওতায় আনলে শ্রম সেক্টরে এই সমস্যা সৃষ্টি হতো না। শ্রম আইন ২০০৬ মালিক শ্রমিকদের অধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। মালিক শ্রমিক উভয়কে উক্ত আইনের ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে মালিক শ্রমিক সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেত। সর্বোপরি যে সব মালিকরা শ্রমিকদের অধিকারের ব্যাপারে অসচেতন তাদেরকে কঠোরভাবে দমন বা আইনের আওতায় আনলে বাংলাদেশ শ্রম সেক্টরে এই সমস্যা থাকবে না। শ্রম আইন ২০০৬ এর প্রতিটি ধারা শ্রমিক স্বার্থের ব্যাপারে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে। শ্রমআইন ২০০৬ শ্রমিকদের

নিরাপত্তার ব্যাপারে ৬১-৭৮ ধারা, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পকে বিশেষ বিধান ৭৯-৮৮ ধারা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ৮৯-৯৯ ধারা, স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা ৫১-৬০ ধারা, নারী শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ৪৫-৫০ ধারা এবং শ্রম আইন ২০০৬ শিশু ও কিশোর শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে (ধারা-৩৪-৪৪)। তারপরও প্রায় মালিক পক্ষ সস্তা মজুরির বিনিময়ে শিশু ও কিশোর শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। যাহা সম্পূর্ণ রূপে শ্রমআইন ২০০৬ অনুযায়ী অপরাধ। এই বিষয়টি শ্রমআইন ২০০৬ এ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া আছে। শ্রমআইন ২০০৬ এ মোটামোটি ভাবে সকল সেক্টরের শ্রমিকদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনঃ দেশের সংবাদপত্র শিল্পের সংবাদ কর্মীদের মজুরির বিষয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দেয়া আছে। সংবাদপত্র শিল্পের মালিকদের সংবাদকর্মীদের মজুরি ট্রাস্ট বোর্ড গঠনের মাধ্যমে সংবাদপত্র মালিক ও সংবাদপত্র কর্মীদের পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি দূর করার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। তারপরও দেখা যায় সংবাদপত্র মালিকগণ সংবাদপত্র কর্মীদের মজুরি বোর্ড গঠনের অনীহা দেখানোর ফলে সংবাদপত্র শিল্পের অনেক ধরণের অঘটন ঘটে থাকে। শ্রমআইন ২০০৬ এই ব্যাপারে যুক্তিসংগত বিশ্লেষণ রয়েছে। শ্রমআইন ২০০৬ সকল সেক্টরের শ্রমিকদের স্বার্থের ব্যাপারে নজর দিয়েছে। শ্রমআইন ২০০৬ শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ৩২৩ ধারায় জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল গঠন করিতে পারিবেন। (২) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে উক্ত কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা- (ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, পদাধিকারবলে, যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন; (খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে; (গ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে; (ঘ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে; (ঙ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে; (চ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে; (ছ) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে; (জ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সাতজন সদস্য, যাহারা সরকার কর্তৃক মালিকগণের ব্যাপক প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত আলোচনাক্রমে নিযুক্ত হইবেন; (ঝ) শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সাতজন সদস্য, যাহারা সরকার কর্তৃক শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে নিযুক্ত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তত একজন করে মহিলা প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন। (ঞ) প্রধান পরিদর্শক, পদাধিকারবলে, যিনি উহার সচিবও হইবেন। (৩) মনোনীত সদস্যগণ তিন বৎসর মেয়াদে তাহাদের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। (৪) কাউন্সিল উহার নিজস্ব কার্যবিধি অনুসরণ করিবে। (৫) কাউন্সিল- (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং উহাতে স্বাস্থ্যসম্মত বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও অবস্থা বজায় রাখার জন্য জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিবে। (খ) উহার নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য দিকনির্দেশনা প্রস্তুত করিবে। (৬) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দিকনির্দেশনা অনুসরণে তৎকর্তৃক প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। উল্লেখিত কাউন্সিল কমিটি যদি নিরপেক্ষ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন তাহলে বাংলাদেশের শ্রম সেক্টরে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। তাই উক্ত আইনটিকে গণমুখী করার জন্য মালিক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ব্যাপক হারে সভা সেমিনারের মাধ্যমে আরো বেশি প্রচারণা চালানো হলে উক্ত আইনটি সম্পর্কে সভার সুধারণা জন্মাবে। উক্ত আইনটিকে সঠিক আইন হিসেবে শ্রমিক মালিক উভয় শ্রেণীর নিকট গ্রহণযোগ্য করতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন আমাদের দেশে "ভোক্তা অধিকার আইন" আছে। ভোক্তাদের অধিকার সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনিটরিং সেল আছে। তেমনিভাবে শ্রম আইন ২০০৬ কে সুন্দরভাবে মালিক-শ্রমিক উভয়ের সম্পর্ক যাতে ভাল থাকে কল-কারখানা উৎপাদন ভালভাবে যাতে শ্রমিকরা করে সর্বোপরি মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা সঠিকভাবে পরিশোধ করছে কিনা তা যদি শ্রম মন্ত্রণালয় মনিটরিং সেল দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতো তাহলে শ্রম আইনটি গণমুখী আইন হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারবে। আর না হয় আইন থাকবে আইনের প্রয়োগ নেই তার কোন মূল্য নেই। উদাহরণস্বরূপ "কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নেই" এই রকমই হবে। অতএব বাংলাদেশে শ্রম সেক্টরে শ্রমবিরোধ নিরসনকল্পে মালিক-শ্রমিক সু-সম্পর্ক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের শ্রম আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে শ্রম সেক্টরে কোন ধরনের সমস্যা থাকার কথা নয়। তাই আমি মনে করি শ্রম আইন ২০০৬ একটি যুগোপযোগী ও টেকসই আইন। উক্ত আইনটিকে আমাদের সকলের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

লেখক : আইন আদালত সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শ্রমিকের রক্তভেজা ঘাম

কবি মোশাররফ হোসেন খান

শ্রমিকের শরীরের ঘাম-
সেটা তো অনেক মূল্যবান,
অনেক তার দাম!

তাদেরই শ্রমে ও ঘামে সোনা ফলে মাঠে
তাদেরই শ্রমে পসরা দেখা যায় গঞ্জ ও হাটে।
শহরের অট্টালিকা, সভ্যতার সকল সাজ
আধুনিকতার যত ছোঁয়া দেখা যায় আজ–
এর পেছনে রয়েছে শ্রমিকের
রক্ত ঝরা ঘাম,
তবুও লেখা থাকে না কোথাও তাদের নাম-ধাম।
বরং তারাই লাঞ্ছিত
তারাই বঞ্চিত
তারাই শোষিত
তারাই অবহেলিত সমাজে অবিরাম।

যেন ভোলে না কেউ তারাই আমার ভাই
মনে রেখো তাদের কষ্টের সুরভি
মেখে আছে গায়।

শ্রমিকের রক্ত ভেজা ঘাম–
রাসূলই দিয়েছেন তার প্রকৃত মর্যাদা, সঠিক দাম!

শ্রমিক! এটাই আমার গর্ব

খান মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী

শ্রমিক আমি, দুঃখ নয় এটাই আমার গর্ব,
ইসলামী শ্রমনীতি মেনেই আমি মরবো।

অসহায় শ্রমিকদের বুকে টেনে ধরবো,
মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব, সেখান থেকে সরবো।

দেশের সকল শ্রমিকের মাঝে দাওয়াতি কাজ করবো
শ্রমিক হলো আল্লাহর বন্ধু সবাইকে তা বলবো
শ্রমিক বলে তুচ্ছ আর ছোট কাকে করবো?

উৎপাদন আর উন্নয়নের হালটা আমি ধরবো
দেশটা যখন পিছিয়ে পড়ে কাকে দোষী করবো?
সবাই তা স্বীকার করে এ পথ থেকে সরব।

উন্নয়ন আর উৎপাদনের মন্ত্র সবাই পড়বো
তবেই আমরা বলতে পারবো শ্রমিক সবার গর্ব।

শ্রমিক কল্যাণ সংবাদ

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার
কেন্দ্রীয় সভাপতি

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
সাধারণ সম্পাদক

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

গত ৩০ ই জানুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন' ২০১৭ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের (সাবেক এমপি) সভাপতিত্বে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শফিকুর রহমানের পরিচালনায় সম্মেলনে ২০১৭-২০১৮ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সাবেক এমপি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান নির্বাচিত হন। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে নতুন কেন্দ্রীয় সভাপতির পরিচালনায় ২০১৭-২০১৮ সেশনের জন্য ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত করা হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যসহ সারাদেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল, জেলা ও মহানগরীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেন। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১. দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন মনে করে প্রতিহিংসা পরায়ণ, ইসলামবিদ্বেষী, এই সরকার জুলুম, নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধীদল ও মতকে দমনের নামে নির্যাতনের যে স্টিমরোলার চালাচ্ছে তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সহ-সম্পাদক লস্কর মো: তাসলিমসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগরীর ১০ নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়েছে। এই সম্মেলন অন্যায়ভাবে গ্রেফতারকৃত ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানসহ ফেডারেশনের সকল নেতা ও কর্মীদের মুক্তির জোর দাবি জানাচ্ছে।

২. এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সরকার ও মালিকপক্ষ পূর্ব নোটিশ ছাড়াই মিল-কারখানা বন্ধ ঘোষণা করছে। এতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীরা বেকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাই সম্মেলন বন্ধকৃত সকল মিল-কারখানা অনতিবিলম্বে চালু করে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়ার জোর দাবি জানাচ্ছে। একইসাথে কল-কারখানা শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করে সমশিল্পে সমমজুরি নির্ধারণের জোর দাবি জানান।

৩. গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৫,৩০০/- টাকা নির্ধারণ করা হলেও অধিকাংশ গার্মেন্টস মালিক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি না দিয়ে বিভিন্নভাবে শ্রমিকদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এমনকি দাবি আদায়ের আন্দোলনকে দমনের নামে হয়রানি ও গ্রেফতার করে অন্যায়ভাবে শ্রমিকদেরকে চাকরিচ্যুত করছে। সম্মেলন গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ১০,০০০/- টাকা সর্বত্র চালুসহ গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

৪. এই সম্মেলন লক্ষ্য করছে যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী থাকলেও দিনে দুপুরে মানুষ খুন হচ্ছে, গুম হচ্ছে, ক্রসফায়ারের নামে অমানবিক হত্যাযজ্ঞ চলছে। শিশুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত বাহিনীর ওপরও সরকারদলীয় কর্মীরা প্রভাব বিস্তার করে আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে। আইন যেহেতু সকলের জন্য সমান তাই সম্মেলন মনে করে সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জনগণের জানমালকে নিরাপদ করা হোক।

৫. পাট, পাটশিল্প বাঁচাতে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে কাঁচা পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। পাট ও পাটজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য দূর করে এবং পাট ও পাট জাতীয় দ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাট শিল্পকে এবং পাট কলসমূহের উন্নয়নে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এ সম্মেলন সরকারের প্রতি জোর দাবি করছে।

৬. সরকারি, বে-সরকারি ও গার্মেন্টসসহ সকল শিল্প, কল-কারখানায় শ্রম আইন অনুযায়ী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা প্রদানসহ নারী শ্রমিকদের সন্তানের জন্য শিশু যত্নাগার স্থাপনের জন্য সম্মেলন দাবি জানাচ্ছে।

৭. এ সম্মেলন সকল রাজনৈতিক দলের মতামতের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করে অনতিবিলম্বে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের জোর দাবি জানাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অধিবেশন ২০১৭

গত ২৩ ই মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারের সভাপতিত্বে ফেনীর এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দারসুল কুরআন পেশ, ফেডারেশনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা, কার্যকরী পরিষদের পূর্ণ গঠনসহ সারাদেশের শাখা, শিল্পাঞ্চল ও বিভিন্ন ট্রেডের কাজের পর্যালোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ফেডারেশনের সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, মাষ্টার শফিকুল আলম, মাষ্টার আমিনুল হক, মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ, লস্কর মোঃ তসলিম, মজিবুর রহমান ভূইয়া, মোহাম্মদ উল্লাহ, মোঃ আতিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আবুল হাসেমসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কার্যকরী পরিষদ সভায় নিম্নোক্ত ১৭ দফা প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১. কার্যকরী পরিষদ লক্ষ্য করছে যে, বর্তমান সরকার ব্যাপক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করার কথা প্রচার করলেও সারাদেশে লোডশেডিং এ জনদুর্ভোগ চরমে পৌছেছে। গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ নাগরিক, শিক্ষার্থীদের জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠার পাশাপাশি নগর ও শিল্প অঞ্চলে কল-কারখানা বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা, ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন ও উৎপাদন। এ কারণে দেশের অর্থনীতি আজ ধ্বংস হওয়ার পথে। অতএব দেশ ও জাতির স্বার্থে লোডশেডিং বন্ধ করতে সরকারের প্রতি এ সভা জোর দাবি জানাচ্ছে এবং সাথে সাথে বিদ্যুৎতের মূল্য কমানোর আহবান জানাচ্ছে।

২. আজকের এই সভা পবিত্র মাহে রমজানে দিনের বেলায় পানাহার, মদ, জুয়া, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা বন্ধ করে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৩. এই সভা সাম্প্রতিককালে চালের মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং পবিত্র রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রেখে নিম্ন আয়ের মানুষের সিয়াম পালনে অবাধ পরিবেশ সৃষ্টির জোর দাবি জানাচ্ছে।

৪. রমজান পরবর্তী শ্রমিক মেহনতি মানুষ যাতে ঈদের আনন্দ যথাযথভাবে উদযাপন করতে পারে সেজন্য ১৫ই রমযানের মধ্যে বকেয়া বেতনসহ ঈদ বোনাস প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি এ সভা আহবান জানাচ্ছে।

৫. এই সভা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান শ্রমনীতিকে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানোর জোর দাবি জানাচ্ছে।

৬. উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল বন্ধ কল-কারখনা চালু এবং শ্রমিক কর্মচারীদের সকল বকেয়া পাওনা অবিলম্বে পরিশোধের জোর দাবি জানাচ্ছে।

৭. হোটেল শ্রমিক, দোকান-কর্মচারীসহ মালিকানা নির্বিশেষে বিরাজমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের নিরিখে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পুনঃ নির্ধারণের ও বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছে।

৮. শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে লভ্যাংশ প্রদান, শ্রমিক পরিবারে বাসস্থান, চিকিৎসা ও সন্তানে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে।

৯. শ্রমিকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও ঝুঁকিমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং আহত ও নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের এ সভা আহবান জানাচ্ছে।

১০. শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও নারী-পুরুষ ভেদে বেতন ভাতা সমতা বিধান ও শিশুশ্রম বন্ধের আহবান জানাচ্ছে।

১১. গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ, মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটি, ভাতা প্রদান ও শিশু যত্নাগার স্থাপনে দাবি জানাচ্ছে।

১২. আজকের এ সভা শিল্প ও শ্রমিক এলাকায় শুধু মাত্র শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক হাসপাতাল নির্মাণের আহবান জানাচ্ছে।

১৩. পরিবহন, রিক্সা, ভ্যান, নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিকসহ সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ভিত্তিক সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানাচ্ছে।

১৪. সভা মনে করে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন অগ্রগতি মানে দেশের উন্নতি। তাই বাংলাদেশ রেলওয়েকে দ্রুত আধুনিকায়নের পাশাপাশি লাকসাম-ঢাকা কড লাইন, দোহাজারী-কক্সবাজার ও বগুড়া জামতইলসহ সারাদেশের রেলের সম্প্রসারণ করার দাবি জানাচ্ছে।

১৫. এই সভা আইএলও কনভেনশন মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

১৬. শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ সভা আহবান জানাচ্ছে।

১৭. ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ মনে করে নির্যাতিত, নিপীড়িত শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সা) প্রদর্শিত ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের বিকল্প নেই। অতএব ইনসাফভিত্তিক সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য সভা সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে।

জেলা সভাপতি সম্মেলন-২০১৭

সারাদেশে জেলাসমূহকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করে ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ৮ সেপ্টেম্বর ফেনী ও ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ২টি জেলা সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দারসুল কুরআন পেশ, শাখা সমূহের ষান্মাসিক রিপোর্ট পর্যালোচনা, কেন্দ্রের রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা, ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা ও পুনর্বাসন, রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যা নির্যাতন ও সারাদেশের শ্রমিকদের সমস্যা বিষয়ে আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ফেনী জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ শামসুদ্দিন ও ঢাকা জেলা উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা মোঃ এখলাস উদ্দিন। সম্মেলনে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, মাষ্টার আমিনুল হক, সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ, লস্কর মোঃ তসলিম, মোহাম্মদ

উল্লাহ, মজিবুর রহমান ভূইয়া, আতিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আবুল হাসেমসহ অঞ্চল, বিভাগ, জেলা ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে নিম্নোক্ত ১৯ দফা প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১. জেলা সভাপতি সম্মেলন লক্ষ্য করছে যে, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিয়ানমার সরকার আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর মিথ্যা ও বানোয়াট অজুহাতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করে চরম নির্যাতন নিপীড়ন, নারী ও শিশুদের হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। যা অমানবিক ও চরম মানবাধিকার লংঘন। একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী হওয়ার কারণে এ রকম হত্যাযজ্ঞ একটি মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ। সম্মেলন মিয়ানমারের বিপন্ন রোহিঙ্গা মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতি অব্যাহত গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ ও বিতাড়ন বন্ধের জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে। সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ এবং বিশ্ব সংস্থাগুলোকে গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানাচ্ছে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

২. সম্মেলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে বিত্তবানদের প্রতি আহবান জানাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি-ঘর নির্মাণে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

৩. সম্মেলন লক্ষ্য করছে যে, বর্তমান সরকার ব্যাপক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করার কথা প্রচার করলেও সারাদেশে লোডশেডিং এ জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ নাগরিক, শিক্ষার্থীদের জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠার পাশাপাশি নগর ও শিল্প অঞ্চলে কল-কারখানা বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা। ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন ও উৎপাদন। এ কারণে দেশের অর্থনীতি ব্যাহত হওয়ার পথে। অতএব এ সম্মেলন দেশ ও জাতির স্বার্থে লোডশেডিং বন্ধ করতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে এবং সাথে সাথে বিদ্যুৎতের মূল্য কমানোর আহবান জানাচ্ছে।

৪. এই সম্মেলন সাম্প্রতিককালে চালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৫. সম্মেলন দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমান শ্রমনীতিকে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানোর জোর দাবি জানাচ্ছে।

৬. সম্মেলন উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল বন্ধ কল-কারখানা চালু এবং শ্রমিক কর্মচারীদের সকল বকেয়া পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৭. সম্মেলন হোটেল শ্রমিক, দোকান কর্মচারীসহ মালিকানা নির্বিশেষে বিরাজমান জীবন যাত্রার ব্যয়ের নিরিখে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পুনঃনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছে।

৮. সম্মেলন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে লভ্যাংশ প্রদান, শ্রমিক পরিবারের বাসস্থান, চিকিৎসা ও সন্তানের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৯. সম্মেলন শ্রমিকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও ঝুঁকিমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করণ এবং আহত ও নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানাচ্ছে।

১০. শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা নিশ্চিত ও নারী-পুরুষ ভেদে বেতন ভাতার সমতা বিধান ও শিশুশ্রম বন্ধের আহবান জানাচ্ছে।

১১. সম্মেলন গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৫ হাজার টাকা নির্ধারণ, মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটি, ভাতা প্রদান ও শিশু যত্নাগার স্থাপনের দাবি জানাচ্ছে।

১২. সম্মেলন শিল্প ও শ্রমিকঘন এলাকায় শুধুমাত্র শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক হাসপাতাল নির্মাণের আহবান জানাচ্ছে।

১৩. পরিবহন, রিক্সা, ভ্যান, নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিকসহ সর্বস্তরের শ্রমিকদের জন্য ট্রেডভিত্তিক সমস্যা সমূহ চিহ্নিতকরা ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানাচ্ছে।

১৪. সম্মেলন মনে করে, বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন অগ্রগতি মানে দেশের উন্নতি। তাই বাংলাদেশ রেলওয়েকে দ্রুত আধুনিকায়ন এর পাশাপাশি লাকসাম-ঢাকা কড লাইন, দোহাজারী-কক্সবাজার ও বগুড়া জামতইলসহ সারাদেশে রেলের সম্প্রসারণ করার জন্য দাবি জানাচ্ছে।

১৫. সম্মেলন আইএলও কনভেনশন মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান নিশ্চিত করার জোর দাবি জানাচ্ছে।

১৬. শ্রমিকের সন্তানরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ পায় সে জন্য শ্রমঘন এলাকায় তাদের পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছে।

১৭. ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানি জটিলতা দূর করে রিক্সা ভ্যান, অটো রিক্সা, হিউম্যান হলার, কাভ্যার্ড ভ্যান ইত্যাদিতে লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজ করতে হবে।

১৮. রাস্তায় রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের হয়রানি মামলা ও চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে।

১৯. জেলা সভাপতি সম্মেলন মনে করে নির্যাতিত নিপীড়িত শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের বিকল্প নেই।

অতএব এ সম্মেলন ইনসাফভিত্তিক সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য সম্মেলন সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

গত ০১ মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে ১ মে ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর এক মিলনায়তনে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ, লস্কর মোঃ তসলিম, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোঃ আতিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান এবং দপ্তর সম্পাদক আবুল হাসেম।

শ্রমিক ঐক্যের নেতৃবৃন্দের সম্মানে ইফতার মাহফিল

গত ০৮ ই জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের সম্মানে রমযানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারের সভাপতিত্বে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এর পরিচালনায় ইফতার মাহফিলে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফোরাম এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এম জাহাঙ্গীর হোসেন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এম এ ফয়েজ, জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী জোট এর কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম রব্বানী জামিল, গার্মেন্টস টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভানেত্রী সামিমা আক্তার শিরিন, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ শ্রমিক মজলিশ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল হালিম, গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মিসেস সাহিদা সরকার, জাতীয় প্রগতি গার্মেন্টস কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মিসেস কামরুন নাহার, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ, মোহাম্মদ উল্লাহ, আতিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য আব্দুস সালাম, দপ্তর সম্পাদক আবুল হাসেম, প্রচার সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

ঢাকা মহানগরী উত্তর

গত মার্চ মাসে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন রাজধানীর একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। লস্কর মোঃ তসলিমের এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনে কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। সম্মেলনে লস্কর মোঃ তসলিমকে সভাপতি এবং মুহিবুল্লাহকে সেক্রেটারি করে ২০১৭-২০১৮ সেশনের জন্য ৪২ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের অন্যতম উপদেষ্টা আবদুর রহমান মুসা।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

গত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন রাজধানীর একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। সম্মেলনে আব্দুস সালামকে সভাপতি এবং মোশাররফ হোসেন চঞ্চলকে সেক্রেটারি করে ২০১৭-২০১৮ সেশনের জন্য ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের অন্যতম উপদেষ্টা মঞ্জুরুল ইসলাম ভূইয়া এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ।

সিলেট মহানগরী

গত ১১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন স্থানীয় এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি মোঃ শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। সম্মেলনে মোঃ শাহজাহান আলীকে সভাপতি এবং আব্দুল্লাহ আল মুনিমকে সেক্রেটারি করে ২০১৭-২০১৮ সেশনের জন্য ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগীয় সভাপতি মোঃ ফখরুল ইসলাম।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরী

গত ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন স্থানীয় এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। সম্মেলনে মাষ্টার বশিরুল হক ভূইয়াকে সভাপতি এবং সোলাইমান হোসেন মুন্নাকে সেক্রেটারি করে ২০১৭-২০১৮ সেশনের জন্য ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মহানগরী কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল হালিম ও নারায়ণগঞ্জ মহানগরী প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মাঈন উদ্দিন এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ।

চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তর

গত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন কুমিল্লা মহানগরীর এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি মাষ্টার আমিনুল হকের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। সম্মেলনে ড. সৈয়দ এ কে এম সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকীকে সভাপতি এবং অধ্যাপক রুহুল আমীনকে সেক্রেটারি করে ২০১৭-২০১৮ সেশনের জন্য ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট বিভাগীয় কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা মোঃ আব্দুর রব এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান ভূইয়া।

চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ

গত ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন কক্সবাজারের এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভাপতি মোঃ ইসহাক এর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি সেলিম পাটোয়ারীর পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। সম্মেলনে মোঃ ইসহাককে সভাপতি এবং সেলিম পাটোয়ারীকে সেক্রেটারি করে ২০১৭-২০১৮ সেশনের জন্য ২৭ সদস্য বিশিষ্ট বিভাগীয় কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোস্তাফিজুর রহমান।

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ

গত ২২ জুলাই বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন কক্সবাজারের এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সভাপতি মোঃ আক্তারুজ্জামান এর সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি সেলিম পাটোয়ারীর পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। সম্মেলনে আক্তারুজ্জানকে সভাপতি এবং সেলিম পাটোয়ারীকে সেক্রেটারি করে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।
সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলার প্রধান উপদেষ্টা মোস্তাফিজুর রহমান, ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান ও চট্টগ্রাম মহানগরী সেক্রেটারি এস এম লুৎফর রহমানসহ রেলওয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন

গত ১২ ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে সারাদেশ থেকে বাছাইকৃত বাস ট্রাক ড্রাইভারদেরর এক সম্মেলন গাজীপুরের এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমদের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ এ কে এম সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আবুল হাসেম, গাজীপুর মহানগরী সহ-সভাপতি খান মোহাম্মদ এয়াকুব আলীসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা

সিলেট মহানগরী

গত ২৪ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট মহানগরী সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক মোঃ শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন।

সিলেট অঞ্চল

গত ২৪ জুন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট বিভাগীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন।

ঢাকা অঞ্চল

গত ৫ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা অঞ্চলের উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে ঢাকা অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা অঞ্চলের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন, কেন্দ্রীয় সহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

গত ১২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ময়মনসিংহ অঞ্চলের উদ্যোগে স্থানীয় এক মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ বিভাগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম উপদেষ্টা সোহেল আহমদ, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির, ময়মনসিংহ বিভাগের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রশিদ ফরাজী।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

গত ২১ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্যোগে কক্সবাজারের স্থানীয় এক মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান ভূইয়ার সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন, চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোঃ ইসহাক, সেক্রেটারি সেলিম পাটোয়ারী ও চট্টগ্রাম মহানগরী সেক্রেটারি এস এম লুৎফর রহমান।

ঢাকা বিভাগ দক্ষিণ

গত ২৮ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি ড. আজগর হোসাইনের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন, কেন্দ্রীয় সহ-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ বাছির।

বরিশাল বিভাগ

গত ২৮ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও

ট্রেডের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, সহ-সাধারণ সম্পাদক মো: আতিকুর রহমান ও কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান।

ফরিদপুর অঞ্চল

গত ২৯ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ফরিদপুর অঞ্চলের উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি এস এম শাহজাহানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মাষ্টার জাহাঙ্গীর আলমের পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

গত ৩১ জুলাই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে মহানগরী বিভিন্ন থানা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের মহানগরী উত্তরের সভাপতি লস্কর মো: তসলিমের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মহিবুল্লাহর পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা মো: সেলিম উদ্দিন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানীভর হোসাইন।

রাজশাহী বিভাগ পূর্ব

গত ৮ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগ পূর্বের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলায় স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালক গোলাম রব্বানীর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, ফেডারেশনের সিরাজগঞ্জ জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শাহিনুর আলম, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন ও রাজশাহী বিভাগ পূর্বের সভাপতি আব্দুল মতিন।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

গত ০৯ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে মহানগরীর এক মিলনায়তনে মহানগরী বিভিন্ন থানা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও মহানগরীর সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন চঞ্চলের পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন।

রাজশাহী বিভাগ পশ্চিম

গত ১৩ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের উদ্যোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার এক মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের রাজশাহী অঞ্চলের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারনুর রশিদ খান, ফেডারেশনের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রধান উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন ও রাজশাহী বিভাগ পশ্চিমের সভাপতি আব্দুস সবুর।

যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল

গত ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা জেলায় একটি মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের খুলনা বিভাগ উত্তরের সভাপতি জনাব ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ারুল হক মানিক, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন।

খুলনা অঞ্চল

গত ১৬ আগস্ট বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা অঞ্চলের উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও খুলনা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মাষ্টার শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে এবং খুলনা মহানগরীর সভাপতি খান গোলাম রসুলের পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা অঞ্চলের পরিচালক লস্কর মো: তসলিম, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন।

চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তর

গত ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কুমিল্লা অঞ্চলের উদ্যোগে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বিভিন্ন জেলা ও ট্রেডের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও কুমিল্লা অঞ্চলের পরিচালক মাষ্টার আমিনুল হকের সভাপতিত্বে এবং চট্টগ্রাম বিভাগ উত্তরের সভাপতি ড. সৈয়দ এ কে এম সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকীর পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর

রহমান ভূইয়া, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক তানভীর হোসাইন এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান।

ইফতার ও ঈদসামগ্রী বিতরণ

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণের উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমিকদের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ করা হয়। মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ঈদসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন চঞ্চলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে থেকে রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের সম্মানে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহ-সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানসহ রিক্সা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিল।

সিলেট জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলা শাখার উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিশ্বনাথ উপজেলা সভাপতি জাহেদুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিভাগীয় সভাপতি ফখরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা দক্ষিণের সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল্লাহ দস্তগীরসহ শ্রমিক নেতা মকসুদ খান, ইমাদ খান, আব্দুল্লাহ ও রুহুল আমীন।

চট্টগ্রাম মহানগরী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে সিএনজি অটোরিক্সা শ্রমিকদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরীর সেক্রেটারি এস এম লুৎফর রহমান। এছাড়াও নগরীর পতেঙ্গা, ডক, বন্দর, নির্মান শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, পাহাড়তলী, দোকান কর্মচারী, হোটেল শ্রমিক, বায়েজিদ, পাঁচলাইশ, চান্দগাঁও, বাকলিয়া, ইপিজেডসহ বিভিন্ন পেশাদার শ্রমিক কর্মচারীদের মাঝে মহানগরীর পক্ষ থেকে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা বশির আহমদ, হারুন হাওলাদার, মোঃ কামাল উদ্দিনসহ বিভিন্ন থানা ও অঞ্চল সভাপতিবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে রাজধানীতে এক আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য ও মহানগরী সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে উক্ত র‍্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইন আদালত সম্পাদক এডভোকেট জাকির হোসেন, মহানগরী সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন চঞ্চল, শ্রমিক নেতা সাইফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোডে এক শ্রমিক সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিমের সভাপতিত্বে উক্ত র‍্যালি ও সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান ভূইয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি সোলায়মান, আতিকুর রহমান, সেক্রেটারি মহিবুল্লাহ, সহ-সেক্রেটারি এইচ এম আতিকুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ চৌধুরী নুরুজ্জামান, শ্রমিক নেতা আবুল কাশেম, সিরাজুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, নুরুল আমীন প্রমুখ। র‍্যালিতে মহানগরীর বিভিন্ন থানা ও ট্রেডের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম মহানগরী

১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে উক্ত র‍্যালিতে মহানগরী সেক্রেটারি এস এম লুৎফর রহমান, অটো রিক্সা সিএনজি মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা মহানগরী

গত ০১ মে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরী উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিক সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি মাষ্টার আমিনুল হকের সভাপতিত্বে উক্ত র‍্যালিতে মহানগরীর বিভিন্ন থানা ও ট্রেডের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

গত ০১ মে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এর সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত র‍্যালিতে লোকাল গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, রীজ ফ্যাশন, কেরানীগঞ্জ এপারেলস্ ওয়াকার্স ইউনিয়ন, স্মার্ট ফ্যাশন, পিপলস গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ঢাকা মহানগরী উত্তর

গত ২৬ মার্চ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের ঢাকা

মহানগরী উত্তরের সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিমের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মহিবুল্লাহর পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের অন্যতম উপদেষ্টা আব্দুর রহমান মুসা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি সোলাইমান হোসেন, আতিকুর রহমান মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান, আব্দুল্লাহ বাছির, শ্রমিক নেতা আব্দুল হাই, মাহমুদুর রহমানসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ জেলার তারাবো পৌরসভার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার সহ-সভাপতি আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজু। আলোচনা সভায় পৌরসভার শ্রমিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার শ্রমজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম মহানগরী

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সেক্রেটারি এস এম লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগরী সহকারী সেক্রেটারি মকবুল আহমদ, অফিস সম্পাদক মোঃ নুরুন্নবী, শ্রমিক নেতা আব্দুল আজীজ শোয়াইব, শ ম শামীম, বেলাল ও হামিদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

রানাপ্লাজা ট্র্যাজেডি দিবস পালন

গত ২৪ এপ্রিল জুরাইন কবরস্থানে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের উদ্যোগে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসে নিহত শ্রমিকদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দোয়া মাহফিল ফেডারেশনের সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মীর মোহাম্মদ জুলহাস, নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি খালেকুজ্জামান খালেক, কেরানীগঞ্জ এপারেল ওয়ার্কার্স এর সহ সভাপতি মোঃ ইকবাল, সহ-সাধারণ সম্পাদক সাগীর, আলম মিয়া ও দুলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে উত্তর বঙ্গের লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, রংপুর ও দিনাজপুরসহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ, কোষাধ্যক্ষ মনসুর রহমান, রংপুর বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আবুল হাসেম বাদলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পাবনা জেলার উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে উক্ত ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজুসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

কুড়িগ্রাম জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুড়িগ্রাম জেলার উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি এডভোকেট ইয়াসিন আলীর সভাপতিত্বে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক কবির আহমদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইন আদালত সম্পাদক এডভোকেট জাকির হোসেনসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। জেলা সভাপতি ড. আজগর হোসাইনের সভাপতিত্বে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা সেক্রেটারি আব্দুল মজিদ শিকদারসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর মিয়ানমার সরকারের পরিচালিত নির্বিচারে গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ বন্ধ করে তাদের বাংলাদেশ থেকে নিজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্ব বহাল করে তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে সারাদেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল, গায়েবানা জানাযা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, সাইফুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন চঞ্চল, তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান এর সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন, মহানগরী সেক্রেটারি এস এম লুৎফর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মকবুল আহমদ, শ্রমিক নেতা মোঃ রফিকুল ইসলাম, আব্দুল আজীজ শোয়াইব ও মোঃ নুরুন্নবী।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে গায়েবানা জানাযা, বিক্ষোভ সমাবেশ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সহ-সভাপতি আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি সোলায়মান হোসেন, সেক্রেটারি মহিবুল্লাহ ও সহ-সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ বাছিরসহ থানা পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

গাজীপুর মহানগরী

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে মহানগরী সহ-সভাপতি খান মোঃ এয়াকুব আলীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে মহানগরী সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা সেলিম, সেক্রেটারি মোঃ শফিকুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা মিনারুল ইসলাম মাহদী ও নুর আলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ মহানগরী

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর উদ্যোগে মহানগরী সভাপতি মাষ্টার বশিরুল হক ভূঁইয়া এর সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মহানগরী সহ-সভাপতি নুরুজ্জামান, মোশারফ হোসাইন, মাওঃ আব্দুল হাই এবং শ্রমিক নেতা আব্দুল্লাহ ফয়সাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

রংপুর মহানগরী

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে মহানগরী সভাপতি মোঃ নুর হোসাইন এর সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলাম, আব্দুল হালিম, আব্দুল মালেক ও রুমান প্রমুখ।

ফরিদপুর জেলা

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ফদিরপুর জেলার উদ্যোগে ফরিদপুর জেলার সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর সদর উপজেলা সভাপতি এহসানুল মাহবুব রুবেল, ফরিদপুর শহর সভাপতি ফারুক হোসেন, সদর উপজেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক জাফর ইকবাল দুলাল।

রাসূল (সা) বলেছেন,
"তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই।
আল্লাহ তায়ালা যে ভাইকে
তোমার অধীন করে দিয়েছেন
তাকে তা-ই খেতে দাও, যা তুমি নিজে খাও,
তাকে তা-ই পরিধান করতে দাও
যা তুমি নিজে পরিধান কর।"
-বুখারী

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অধিবেশন-২০১৭ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন
ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

ঢাকায় অনুষ্ঠিত জেলা সভাপতি সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

ফেনীতে অনুষ্ঠিত জেলা সভাপতি সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য
রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে-২০১৭ বক্তব্য রাখছেন
ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মজিবুর রহমান

মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা ২০১৭-১৮

অবিস্মরণীয় সাফল্যগাথা

প্রথম ২০ এ ১৫ জনই রেটিনার

মাহমুদুল হাসান ইউসূফ
মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ
কো: রোল: ৬১২১২২

স্বপ্নীল আব্দুল্লাহ
গভ: সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ
কো: রোল: ১৮০৩৩১

সাদিয়া নওরীন নাজ
গভ: আজিজুল হক কলেজ
কো: রোল: ৩২৮৩৪০

মো: মুহাইমিনুল ইসলাম
গভ: সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ
কো: রোল: ১৮০৩২৯

মো: তাওহীদ হাসান
শহীদ এএইচএম কামরুজ্জামান গভ: কলেজ
কো: রোল: ২৬৮০১৫

তাসনিয়া বিনতে তাসলিম
ইবনে তাইমিয়া কলেজ
কো: রোল: ২০৩১২০

মোহাম্মদ বিন তৌহিদ
নটরডেম কলেজ
কো: রোল: ৬১২৪০১

জেরিন তাসনিম
সিরাজগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজ
কো: রোল: ২৬১১৩৫

মো: আবদুল্লা আর রাফি
দিনাজপুর সরকারী কলেজ
কো: রোল: ৩৪৭৫১২

ইসরাত আরা
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
কো: রোল: ৭১৪৬০৪

ফারহান ইশরাক
ডা: আফিলউদ্দীন ডিগ্রী কলেজ
কো: রোল: ৬১৭৩১৮

প্রজ্ঞাদেব ভক্ত
ঝিনাইদহ কে.সি. কলেজ
কো: রোল: ৬১৮২১৭

এ.কে.এম. মুশফিকুজ্জামান
কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ
কো: রোল: ৯২১৫৫৮

সুমাইয়া ইসলাম
ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
কো: রোল: ৬১২৫০১

জিনিয়া জান্নাত অনন্যা
জয়পুরহাট সরকারী ডিগ্রী কলেজ
কো: রোল: ২৬১১২৪

চান্স প্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থীদেরকে অভিনন্দন...

for live video:
facebook.com/RetinaBD

রেটিনা